معارف الإمام مسلم وصحيه

ইমাম মুসলিম

ও

সহীহ মুসলিম

(২০২–২৬১ হি.)

একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

Est. 1998
আল্লামা শাহ্ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন
ALLAMA SHAH ABDUL JABBAR FOUNDATION

আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

ইমাম মুসলিম ও সহীহ মুসলিম: একটি পর্যালোচনা
মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার রিসার্চ একাডেমির পক্ষে
মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ আল-আমীন, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম–৪১০০

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: জুন ২০১৫ খ্রি. = শা'বান ১৪৩৬ হি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ০৮, বিষয় ক্রমিক: ১২০

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন
নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার
ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তফাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

শব্দবিন্যাস: মু. সগির আহমদ চৌধুরী
ফোন: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬, মেইল: mujahid_sach@yahoo.com

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ: সাইলেক্স, সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম

মূল্য : ৮০ [আশি] টাকা মাত্র

***Imam Muslim O Saheeh Muslim: Akti Parzalochona*: By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Foundation, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 80 Tk**

e-mail: abdulhai.nadvi@yahoo.com
saajctg@yahoo.com
www.saajbd.org

সূচিপত্র

আমাদের কথা ০৫

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এ দৃষ্টিতে তাঁর গ্রন্থ ০৭

ইমামুল হাদীস ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.): জীবন ও কর্ম ০৮

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর নাম ও বংশ ০৭

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর জন্ম ও জন্মস্থান ০৮

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর বাল্যকাল ১০

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শিক্ষা জীবন ১১

ইমাম যুহলীর মজলিস ত্যাগ ১১

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর দেশ ভ্রমণ ১৩

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শিষ্যবৃন্দ ১৬

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মাযহাব ১৭

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর রচনাবলি ১৮

ইমাম মুসলিম (রহ.) সম্পর্কে হাদীসবিশারদগণের অভিমত ২২

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর ইন্তিকাল ২৫

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর চারিত্রক বৈশিষ্ট্য ২৬

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর আকৃতি ২৭

পেশা ২৭

মুসলিম শরীফের পরিচিতি ও পর্যালোচনা ২৮
মুসলিম শরীফ সংকলনের কারণ ২৯
নামকরণ ৩০
ইমাম মুসলিমের হাদীস সংকলন পদ্ধতি ৩১
মুসলিম শরীফ প্রণয়নের শর্তাবলি ৩২
মুসলিমের হাদীসের সংখ্যা ৩২
মুসলিমের হাদীসের বিশুদ্ধতা ৩৩
মুসলিম শরীফ সম্পর্কে হাদীস মনীষীগণের অভিমত ৩৫
মুসলিম শরীফের বৈশিষ্ট্য ৩৬
মুসলিম শরীফের শরহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ ৩৮
মুসলিম শরীফের সংক্ষিপ্ত সংকলন ৪১
উপসংহার ৪২

গ্রন্থপঞ্জি ৪৩

আমাদের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْأَمِيْنِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، تَسْلِيمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.

হিজরী তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদীস শরীফ সংকলনের সোনালি যুগ। এই যুগেই সিহাহ সিত্তা-বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। এসব গ্রন্থের সংকলক হচ্ছেন হাজার যুগের শ্রেষ্ঠ ইমামগণ। বংশগত তাঁরা সকলই ছিলেন আজমী (অনারব), যাদের সমকক্ষ ইমামুল হাদীস আজ পর্যন্ত আর কেউ হতে পারেনি। তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরী (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.), ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআস আস-সিজিস্তানী (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে শু'আইব আন-নাসায়ী (রহ.) এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ (রহ.)।

উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর তুলানামূলক আলোচনা আমাদের প্রকাশিত *হাদীস শরীফ পরিচিতি ও পরিক্রমা* গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। তাই এখানে পুনঃউল্লেখ করা হলো না।

তাঁদের জীবন ও কর্মের ওপর আরবিসহ বিভিন্ন ভাষায় ব্যাপক গ্রন্থ ও তথ্য থাকলেও বাংলা ভাষায় এরূপ তথ্যবহুল গ্রন্থ দুর্লভ ও বিরল। তাই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও জ্ঞানপিপাসু সর্বশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাদের উপযোগী তাদের জীবন ও কর্ম নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে এই গ্রন্থটি রচনা করা হলো। এতে নির্ভুলভাবে তথ্য ও তত্ত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীস শরীফ ও ইমামুল হাদীস নামে পর্যালোচনা গ্রন্থাকারে পৃথকভাবে স্বনামধন্য গাজী প্রকাশনী হতে প্রকাশ করা

হয়েছে। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকার চাহিদা ও সুবিধার্থে বিখ্যাত ছয় ইমামের জীবন, কর্ম ও তাঁদের সংকলিত গ্রন্থ নিয়ে ১–৬ পর্যন্ত পৃথকভাবে প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থটি পাঠে পাঠক উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। মহান আল্লাহ আমাদের শ্রম কবুল করুন এবং মহান সম্মানিত ইমামগণের ফয়েজ বরকত অর্জন এবং জ্ঞান ও আদর্শ ধারণ করার তওফীক দিন। আমীন।

১ জুন ২০১৫ **মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী**
চট্টগ্রাম

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এ দৃষ্টিতে তাঁর গ্রন্থ

ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর *আস-সহীহ* সম্পর্কে বলেন,

لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِيْ صَحِيْحٍ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا إِنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوْا عَلَيْهِ.

'কেবল আমার বিবেচনায় সহীহ হাদীসসমূহই আমি গ্রন্থে শামিল করিনি। বরং এ গ্রন্থে কেবল সেসব হাদীসই একত্রিত করেছি, যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত।'[১]

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৩০৪

ইমামুল হাদীস
ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.): জীবন ও কর্ম

ইমাম মুসলিম (রহ.) ছিলেন এক অনন্য দিকপাল, হাদীস-আলোচনা ও শাস্ত্রের অভিজ্ঞ পণ্ডিত এবং হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর এক মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন হাদীসের হাফিয, এবং বিশ্বস্ত হাদীস বর্ণনাকারী। তাঁর শায়খগণের সংখ্যা অনেক। তাঁর উল্লেখযোগ্য ওস্তাদের মধ্যে ইমাম বুখারী, আবু যুরআহ আল রাযী, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া অন্যতম। তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যেও রয়েছেন অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসের ইমাম। তাঁর রচিত গ্রন্থবালীও অনেক। তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ *সহীহ মুসলিম* সমগ্র উম্মাহ কর্তৃক সমাদৃত ও বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। হাকিম আবু আলী (রহ.)-এর মতে, ইমাম মুসলিমের হাদীস গ্রন্থ অপেক্ষা বিশুদ্ধতর কিতাব আকাশের নিচে একখানাও নেই। সহীহ মুসলিম অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি হাদীস গ্রন্থ। যুগে যুগে হাদীস বিশারদগণ এ গ্রন্থের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর অসংখ্য শরহ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কারো মতে বুখারী শরীফ প্রধান আবার কারো মতে মুসলিম শরীফ প্রধান বিশুদ্ধগ্রন্থ। আসল কথা হলো সঠিক বিবেচনায় বিশেষ ও সার্বিক দিক দিয়ে বুখারী শরীফ প্রধান হাদীসের কিতাব।

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর নাম ও বংশ

তাঁর নাম: মুসলিম, উপনাম: আবুল হুসাইন, উপাধি: আসাকিরুদ্দীন। পিতার নাম: আল-হাজ্জাজ। তাঁর বংশ তালিকা হচ্ছে, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম ইবনে ওয়ারদ ইবনে কুশায[১] আল-কুশাইরী[১] আন-নায়সাপুরী[২]।

---

[১] (ক) ড. হামিদ ইবনে নাসির আদ-দুখাইল, *মিন আ'লামিল হাযারাতিল ইসলামিয়া*, পৃ. ৫১; (খ) নবাব সিদ্দীক হাসান খান, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ আস-সিত্তাহ*, পৃ. ২৪৭; (গ) ইবনে খল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান*, খ. ৩, পৃ. ৯৮; (ঘ) ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী,

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর জন্ম ও জন্মস্থান

ইমাম মুসলিম ২০২ হিজরী মোতাবেক ৮১৭ খ্রিস্টাব্দ খুরাসানের প্রসিদ্ধ শহর নায়সাপূর শহরে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] কারও মতে ইমাম মুসলিম (রহ.) ২০৪ হিজরী মোতাবেক ৮১৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[৪]

এ সম্পর্কে ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন,

وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَتَيْنِ وَأَوَّلُ سَمَاعِهِ سَنَةَ ثَمَانِيْ عَشَرَةَ وَمِائَتَيْنِ.

'তিনি ২০৪ হিজরী সনে জন্মগ্রণ করেন। তিনি ২১৮ হিজরী সালে প্রথম হাদীস শ্রবণ করেন।'[৫]

অধিকাংশ রিজাল শাস্ত্রবিদ (বর্ণনাকারীর জীবনীকারক) তাঁর মৃতকাল ২৬১ হিজরী এবং বয়স ৫৫ বৎসর উল্লেখ করেছেন। এই হিসাবে তাঁর জন্মকাল ২০৬ হিজরী হওয়াই সঠিক ও অধিক যুক্তিযুক্ত।

ইমাম ইবনুল আসীর (মৃত ৬০৬ হিজরী)-এর মতে,

শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব, খ. ৩, পৃ. ২৭০; তিনি 'কুশায' (كُوْشَاذٌ)-এর স্থলে 'কুরশান' (كُرْشَانٌ) উল্লেখ করেছেন।

[১] আরবের একটি বিখ্যাত গোত্র বাণী কুশাইয়ের দিকে নিসবত করে তাঁকে কুশাইরী বলা হয়। এটি একটি বিরাট গোত্র। এ গোত্রের প্রতি বহু 'আলিম ব্যক্তি সম্পৃক্ত হয়ে থাকেন।

দেখুন: (ক) নবাব সিদ্দীক হাসান খান, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ আস-সিত্তাহ*, পৃ. ২৪৭; (খ) মোল্লা আলী আল-কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ*, খ. ১, পৃ. ১৭; (গ) আন-নববী, *আল-মিনহাজ শরহু সহীহিহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ*, খ. ১ (ভূমিকা), পৃ. ب; (ঘ) Abul Hamid Siddiqi, ***Shahih Muslim, Introduction***, P-V, তিনি বলেন, The Qushayr tribe of the Arabs an of shoot of the great clan of Rabia.

[২] নাইসাপূর খুরাসানের অন্তর্গত অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি বড় শহর। এই শহরের দিকে সম্বন্ধিত করে তাঁকে নায়সাপূরী বলা হয়।

দেখুন: (ক) নবাব সিদ্দীক হাসান খান, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ আস-সিত্তাহ*, পৃ. ২৪৭

[৩] (ক) ইবনে কসীর, *জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান আল-হাদী লি-আকওয়ামি সুনান*, খ. ১, পৃ. ৮৯; (খ) ইবনে তাগরী বারদী, *আন-নুজূম আয-যাহিরা ফী মুলূকি মিসর ওয়াল কাহিরা*, খ. ৩, পৃ. ৩৩; (গ) ড. হামিদ ইবনে নাসির আদ-দুখাইল, *মিন আ'লামিল হাযারাতিল ইসলামিয়া*, পৃ. ৫২; (ঘ) নবাব সিদ্দীক হাসান খান, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ আস-সিত্তাহ*, পৃ. ২৪৭; (ঙ) Abul Hamid Siddiqi, ***Shahih Muslim, Introduction***, P. V, তিনি বলেন, He was born in Nisabur. (Nishapur) in 202/817 or 206/821.

[৪] (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৫৫৮; (খ) আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, খ. ২, পৃ. ৫৮৮, ক্র. ৬১৩ (৬৫/৯: তা); (গ) ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল*, খ. ১, পৃ. ১০৯

[৫] আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, খ. ২, পৃ. ৫৮৮, ক্র. ৬১৩ (৬৫/৯: তা)

وُلِدَ سَنَةَ سِتٍّ وَمِائَتَيْنِ.

'তিনি ২০৬ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন।'[১]

ইমাম ইবনে খাল্লিকান (মৃত ৬০৮-৬৮১ হিজরী) ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর জন্ম ২০৬ হিজরী সাল বলে উল্লেখ করেছেন।

নিশাপুর খুরাসানের একটি প্রসিদ্ধ শহর। এখানে শত শত বিজ্ঞ আলিম ও জ্ঞানীব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম হাফিয মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাকী তাঁর রচিত *তারীখু নিশাপুর* গ্রন্থে এ সকল ব্যক্তির আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থটি আট খণ্ডে বিভক্ত।

আল্লামা ইয়াকূত হামাভী এ সম্পর্কে বলেন,

وَهِيَ مَدِيْنَةٌ عَظِيْمَةٌ ذَاتُ فَضَائِلٍ جَسِيْمَةٍ، مَعْدَنِ الْفُضَلَاءِ وَمَنْبَعِ الْعُلَمَاءِ، لَمْ أَرَ فِيْهَا طَوَّفْتَ مِنَ الْبِلَادِ مَدِيْنَةٌ كَانَتْ مِثْلُهَا.

'এটি একটি বিরাট এবং মহামর্যাদা সম্পন্ন শহর। এটি সম্মানিত ব্যক্তিগণের খনিস্বরূপ। জ্ঞানী ও আলিম ব্যক্তিগণের ঝর্ণাধারা-স্বরূপ। আমি যত শহর ভ্রমণ করেছি, এর অনুরূপ কোন শহর প্রত্যক্ষ করিনি।'[২]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর বাল্যকাল

ইমাম মুসলিমের বাল্যকাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ছোট বেলাতেই পবিত্র কুরআন হিফয করেছেন। তাঁর পিতা হাজ্জাজ এবং অন্যান্য আলিমগণের নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন। সে সময় ছিল জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর ঘরের ও বাইরের পরিবেশ ছিল জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বিতরণের অনন্য পরিবেশ। পিতা ছিলেন একজন হাদীস বিশারদ।[৩]

ইমাম ইবনে আসাকির ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শিষ্য মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব আল-কাররা থেকে বর্ণনা করেন,

وَكَانَ أَبُوْهُ الْحَجَّاجُ بْنُ مُسْلِمٍ مِنْ مَشِيْخَةِ أَبِيْ ﷺ.

---

[১] ইবনুল আসীর, *জামিউল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল*, খ. ১, পৃ. ১৮৪

[২] ইয়াকূত আল-হামাওয়ী, *মু'জামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ৩৩১

[৩] ড. হুসায়ান ইবনে মুহাম্মদ শাওওয়াত, *মুকাদ্দিমাতু ইকমালিল মু'লিম বি-ফাওয়ায়িদি মুসলিম*, পৃ. ১৮

'ইমাম মুসলিমের পিতা হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আমার পিতার অন্যতম শায়খ ছিলেন।'[১]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শিক্ষা জীবন

ইমাম মুসলিম (রহ.) শৈশবে পিতা-মাতার স্নেহ-মমতায় প্রতিপালিত হন। তাঁদের দিকটেই তার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি অসাধারণ মেধাবী, চরিত্রবান ও বিনম্র হিসেবে সহপাঠী ও বাল্য সাথীদের মাঝে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি কিশোর বয়সেই হাদীস শিক্ষা শুরু করেন। মাতৃভূমিতে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহের সূচনা করেন। সাথে সাথে তাফসীর ইতিহাস ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়ও অধ্যয়ন করতে থাকেন। এই বিদ্যাপীঠেই সর্বপ্রথম ২১৮ হিজরী, ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে হাদীসের দারসে উপস্থিত হয়ে হাদীস শ্রবণ করতে আরম্ভ করেন। তখন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আয-যুহলী। তাঁর নিকট থেকে ইমাম মুসলিম মনোযোগ সহকারে হাদীস শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণের সাথে সাথেই তিনি শ্রুত সমস্ত হাদীস লিখে রাখতেন। লেখা শেষ হলে তিনি সহপাঠীদের বৈঠকে হাদীসসমূহ পুনরালোচনা করতেন। ফলে অতিঅল্প সময়ে হাদীস শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য লাভে সক্ষম হন।[২]

ইমাম যুহলীর মজলিস ত্যাগ

ইমাম বুখারী (রহ.) যখন নিশাপুরে উপস্থিত হন, তখন ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইলমে হাদীসে তাঁর অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার হতে তিনি জ্ঞান আহরণ করতে লাগলেন।[৩] এ দিকে ইমাম বুখারী (রহ.) নিশাপুরে এসে হাদীসের দারস দিতে শুরু করলে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের দারসে শিক্ষার্থী শূণ্য হয়ে পড়ে।[৪] এমনকি বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইমাম যুহলীও নিয়মিত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর দারসে উপস্থিত হয়ে হাদীস শ্রবণ করেন।[৫] দারসে শিক্ষার্থী শূন্য হওয়ায় হিংসুকরা ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করে।[৬] ইতোমধ্যে خَلْقُ الْقُرْآنِ (কুরআন

---

[১] ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ১৬, পৃ. ২৩৬

[২] ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ১৬, পৃ. ৮৪–৮৫

[৩] মুহাম্মদ মুহাম্মদ আবু যাহূ, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, পৃ. ৩৫৪

[৪] মুহাম্মদ হানীফ গঙ্গুহী, *যফরুল মুহাস্সিলীন বি-আহওয়ালিল মুসান্নিফীন*, পৃ. ১৪০

[৫] Abul Hamid Siddiqi, ***Shahih Muslim, Introduction***, P. VI

[৬] মুহাম্মদ হানীফ গঙ্গুহী, *যফরুল মুহাস্সিলীন বি-আহওয়ালিল মুসান্নিফীন*, পৃ. ১৪০

সৃষ্টি কি-না) সম্পর্কিত মাসআলায় ইমাম বুখারী ও ইমাম যুহলীর মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়।[১] ইমাম মুসলিম ইমাম বুখারীর পক্ষাবলম্বন করেন। ইমাম যুহলী ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করে এবং লোকজনকে ইমাম বুখারীর নিকটে যেতে নিষেধ করে। যাতে ইমাম বুখারী নিশাপুর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। অধিকাংশ লোক তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু ইমাম মুসলিম নিয়মিত ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকেন। ইমাম যুহলীর নিকটে এই খবর পৌঁছল যে, মুসলিম (রহ.) তাঁর পূর্বের মতের ওপরেই অটল আছেন। যদিও এ কারণে তিনি হিজায ও ইরাকে তিরস্কৃত হয়েছেন কিন্তু তিনি স্বীয় মত পরিবর্তন করেননি।[২]

একদিন ইমাম মুসলিম (রহ.) ইমাম যুহলীর দারসে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে উপস্থিত হয়ে হাদীস শুনছিলেন। ইমাম যুহলী তাঁর দারসের শেষ পর্যায়ে সহসা ঘোষণা করেন,

إِلَّا قَالَ بِاللَّفْظِ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْضُرَ مَجْلِسَنَا.

> ‘যে ব্যক্তি কুরআনের শব্দ সৃষ্ট বলে, আমাদের মজলিসে উপস্থিত হওয়া তার জন্য সমীচীন নয়।’[৩]

একথা শ্রবণের সাথে সাথে ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় চাদরটি তাঁর পাগড়ির ওপর উঠিয়ে দিয়ে (মুখ ঢেকে) মজলিস ত্যাগ করেন। বাড়ি ফিরে এসে ইমাম যুহলীর নিকট থেকে শ্রুত ও গৃহীত হাদীসের সমস্ত পাণ্ডুলিপি উটের পিঠে করে ফেরত পাঠান।

---

[১] (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৫৭২; (খ) মুহাম্মদ মুহাম্মদ আবু যাহূ, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, পৃ. ৩৫৬; (গ) Abul Hamid Siddiqi, ***Shahih Muslim, Introduction***, P. VI

[২] (ক) ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী, *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব*, খ. ২, পৃ. ১৪৪; (খ) ইবনে খল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান*, খ. ৩, পৃ. ৯৯

[৩] (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৫৭২; (খ) ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী, *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব*, খ. ২, পৃ. ১৪৪; (গ) ইবনে খল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান*, খ. ৩, পৃ. ৯৯; (ঘ) আবদুর রহমান আল-মুবারকপুরী, *মুকাদ্দামাতু তুহফাতুলি আহওয়াযী*, খ. ১–২, পৃ. ৯৬–৯৭; (ঙ) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১, পৃ. ১০৩

অন্য বর্ণনায় এসেছে ইমাম যুহালী বলেন,

إِلَّا مَنْ كَانَ يَقُوْلُ بِقَوْلِ الْبُخَارِيِّ فِيْ مَسْأَلَةِ «اَللَّفْظِ بِالْقُرْآنِ»، فَلْيَعْتَزِلْ مَجْلِسَنَا.

দেখুন: মুহাম্মদ মুহাম্মদ আবু যাহূ, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, পৃ. ৩৫৬

কেউ কেউ এভাবে উল্লেখ করেছেন,

أَلاَ مَنْ قَالَ: لَفْظِيْ بِالْقُرْآنِ مَخْلُوْقٌ فَلَا يَحْضُرْ مَجْلِسَنَا.

দেখুন: আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৫৭২

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর দেশ ভ্রমণ

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী[১] ব্যাপক ভ্রমণ করেছেন।[২] বিশেষ করে ইসলামী বিশ্বের যেসব শহর ইলমে হাদীস শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, সেসব শহর ছিল তাঁর দীর্ঘ সফরের আওতায়।[৩] তিনি মক্কা, মদীনা, ইরাকের বাগদাদ, কূফা, বসরা ছাড়াও খুরাসান, রায়, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেছেন এবং এসব স্থানের বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।[৪]

জীবনী গ্রন্থ রচয়িতাগণের বর্ণনা অনুসারে ইমাম মুসলিম (রহ.) সর্বপ্রথম ২১৮ হিজরী সালে হাদীস শ্রবণ করা শুরু করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ১২ বছর। তিনি প্রথম হাদীস শ্রবণ করেন হাফিয ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া আল-লায়সী থেকে।[৫]

চৌদ্দ বছর বয়সে ২২০ হিজরী সালে ইমাম মুসলিম (রহ.) প্রথম সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বায়তুল্লাহ হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে তখন তিনি খুরাসান থেকে রওয়ানা হন। এ সফরে তিনি হিজাযের মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামাহ আল-কানবী (মৃত ২২১ হিজরী) (রহ.)-এর সাথে মক্কায় সাক্ষাৎ করে তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। এ যাত্রায় কূফায় হাফিয আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইউনুস (মৃত ২২৭ হিজরী) এবং অপর একদল মুহাদ্দিস থেকেও হাদীস শ্রবণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর জন্মভূমি খুরাসানের নিশাপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তথাকার হাদীস শাস্ত্রবিদগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ এবং লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। এ ছাড়া নিশাপুরে যে সকল মুহাদ্দিস এবং হাফিযে হাদীস বাহির থেকে আগমন করেন, তাঁদের নিকট থেকেও হাদীস সংগ্রহ করতে থাকেন।[৬] ইমাম মুসলিম (রহ.) ২৩০ হিজরী

---

[১] (ক) ড. হামিদ ইবনে নাসির আদ-দুখাইল, *মিন আ'লামিল হাযারাতিল ইসলামিয়া*, পৃ. ৫২; (খ) Abul Hamid Siddiqi, ***Shahih Muslim, Introduction***, P. VI, তিনি বলেন, Imam Muslim (R) travelled widely to collect traditions in Arabia, Egypt, Syria and Iraq where he attended the lectures of some ot hte prominent traditionists of his time.

[২] (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৫৫৮–৫৬১; (খ) আল-মিয্যী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৮, পৃ. ৬৯–৭১, ক্র. ৫৯২৩

[৩] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৫৬১

[৪] (ক) ইবনুল জওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ৭, পৃ. ১৭১–১৭২; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৫৭৯; (গ) আর-যিরিকালী, *আল-আ'লাম*, খ. ৭, পৃ. ২২১–২২

[৫] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৫৫৮

[৬] ড. হুসায়ান ইবনে মুহাম্মদ শাওওয়াত, *মুকাদ্দিমাতু ইকমালিল মু'লিম বি-ফাওয়ায়িদি মুসলিম*, পৃ. ১৯

সালের প্রাক্কালে হাদীস অন্বেষণের উদ্দেশ্যে ইসলামী জগতের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্বিতীয়বার ভ্রমণ শুরু করেন।[১] এ যাত্রায় খুরাসানের বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ করেন এবং কুতায়বা ইবনে সাঈদ (রহ.), ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া নিশাপুরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াহ (মৃত ২৩৮ হিজরী) এবং বিশর ইবনুল হিকাম (মৃত ২২০ হিজরী) থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।[২]

তিনি রায়-এ মুহাম্মদ ইবনে মিহরাল আল-জামাল, ইবরাহীম ইবনে মূসা আল-ফররা, হাফিয আবু গসসান মুহাম্মদ ইবনে আমর আর-রাযী যুনায়জের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।[৩]

তিনি ইরাকের বাগদাদ, কূফা এবং বসরাও সফর করেন। এসব শহরে যে সকল মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন, তারা হলেন: আহমদ ইবনে হাম্বল, ওবায়দুল্লাহ আল-কাওয়ার, খালফ ইবনে হিশাম আ-বয়যার (মৃত ২২৯ হিজরী), আবদুল্লাহ ইবনে আওন আল-খাররায, সুরায়জ ইবনে ইউনুস, সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ আল-হারামী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা আল-কানবী, আবুর-রাবী আয-যাহরানী, আমর ইবনে গিয়াস, আবু গাসসান মালিক ইবনে ইসমাঈল এবং আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইউনুস। সর্বশেষ তিনি ২৫৯ হিজরী সালে ইরাক গমন করেন। তিনি অনুরূপভাবে সিরিয়া, হেজায ও মিসর সফর করেন।

তিনি সিরিয়ার যে সকল মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন তাঁরা হলেন, মুহাম্মদ ইবনে খালিদ আস-সাকসাকী[৪] এবং ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম।

ইমাম মুসলিম (রহ.) হেজাযের ইসমাইল ইবনে আবূ উওয়াইস (মৃত ২২৭ হিজরী) আবু মুসআব আয-যুহরী, সাঈদ ইবনে মুনসূর, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আবু উমর এবং আবদুল জব্বার ইবনুল আলা থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।[৫]

মিসর সফর করে তথাকার মুহাদ্দিস এবং ফকীহগণের থেকেও হাদীস সংগ্রহ করেন। এখানে যে সকল ব্যক্তি থেকে হাদীস শ্রবণ করেন তাঁরা হলেন: হারুন ইবনে সাঈদ আল-আয়লী (মৃত ২৫৩ হিজরী), মুহাম্মদ ইবনে রুমহ

---

[১] ড. হুসায়ান ইবনে মুহাম্মদ শাওওয়াত, ***মুকাদ্দিমাতু ইকমালিল মু'লিম বি-ফাওয়ায়িদি মুসলিম***, পৃ. ১৯

[২] ***ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ***, পৃ. ৪৩

[৩] ***ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ***, পৃ. ৪৩

[৪] ইবনে আসাকির এবং খতীব আল-বগদাদীর মতে, তিনি সিরিয়ায় আস-সাকসাকী থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। কিন্তু হাফিয যাহাবী তাঁর *সিয়ারু আ'লামিন নুবালায়* ইমাম মুসলিমের আস-সাকসাকী থেকে হাদীস শ্রবণের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন। কিন্তু তাঁর এ সন্দেহের পশ্চাতে কোন দলীল নেই।

[৫] ***ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ***, পৃ. ৪৪

আত-তুজীবী (মৃত ২৪২ হিজরী), ঈসা ইবনে হাম্মাদ, হারমালাহ ইবনে ইয়াহইয়া।[১]

এ সকল সফরে ইমাম মুসলিম (রহ.) যুগ শ্রেষ্ঠ হাদীস-বিশারদগণের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁদের থেকে হাদীস শ্রবণ সংগৃহীত গ্রন্থ থেকে উপকৃত এবং হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। হাদীসবিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়েছেন। এতে তিনি দুর্বল হাদীস থেকে সবল হাদীস পার্থক্য করার প্রভুত জ্ঞান অর্জন করেন। আর এরই ফলশ্রুতিতে ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীসের মজলিসে হাদীস লিপিবদ্ধ করান, শিষ্যদের হাদীসের তালীম প্রদান এবং গ্রন্থ প্রণয়নের যথাযথ সামর্থ লাভ করেন।[২]

হাদীস অন্বেষণ এবং মুহাদ্দিসগণের শিষ্যত্ব অর্জনের স্পৃহা ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর আজীবন ছিল। তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয-যুহলী (মৃত ২৫৮ হিজরী)-এর মজলিসে উপস্থিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ২৫০ হিজরী সালের পর আর ইমাম আয-যুহলী (রহ.)-এর মজলিসে গমন করতেন না। ইমাম বুখারী এসময় নিশাপুরে অবস্থান করছিলেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) তখন তাঁর মজলিসে যাতায়াত করতেন। এতে ইমাম আয-যুহলী মনক্ষুন্ন হন। এ কারণে তাঁদের মাঝে বৈরিতা সৃষ্টি হয়।

হাদীস অন্বেষণে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর এ সকল ভ্রমণের মধ্যে কোনটি আগে এবং পরে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া যায়না। তিনি কোন কোন শহরে একাধিকবার সফর করেছেন। যেমন বাগদাদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সেখানে একাধিকবার ভ্রমণ করেছেন এবং তথায় হাদীস বর্ণনা করেছেন। বাগদাদে তাঁর সর্বশেষ সফর ছিল ২৫৯ হিজরী সালে।[৩]

মুহাদ্দিসগণের জ্ঞানের গভীরতা, ইলমের ব্যাপকতা এবং হাদীস অন্বেষণ ও সংগ্রহের স্পৃহা তাঁদের শায়খদের আধিক্য, হাদীস বর্ণনা তাঁদের বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা, বিভিন্ন দেশের অধিবাসী হওয়া এবং ইলমের বিভিন্ন স্তরের দক্ষ হওয়ার ওপর নির্ভর করে। ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর ক্ষেত্রে এসব বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। তাঁর শায়খগণ ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম এবং আপন আপন শহরের বড় বড় আলিম। তাঁদের কেউ ছিলেন ফিকহশাস্ত্রে অভিজ্ঞ আবার কেউ কেউ হাফিযুল হাদীস। ইমাম মুসলিম (রহ.) সফরের কষ্ট

---

[১] (ক) ইবনুল জওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ৫, পৃ. ৩২, ক্র. ১৬৬৭; (খ) ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ১৬, পৃ. ২৫৩

[২] ড. হুসায়ান ইবনে মুহাম্মদ শাওওয়াত, *মুকাদ্দিমাতু ইকমালিল মু'লিম বি-ফাওয়ায়িদি মুসলিম*, পৃ. ২১

[৩] *ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, পৃ. ৪৪

সহ্য করে বিভিন্ন দেশের সেসব মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন।[১]

ইমাম হাফিয আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান আল-মিযযী (মৃত ৭৪২ হিজরী) (রহ.) তাঁর *তাহযীবুল কালাম ফী আসমায়ির রিজাল* গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শায়খগণের সংখ্যা ২১২ জন বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম হাফিয মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আয-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) (রহ.) তাঁর *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* গ্রন্থে ইমাম মুসলিমের *আস-সহীহ* গ্রন্থের শায়খগণের সংখ্যা ২১৩ জন বলে উল্লেখ করেছেন।[২] ইমাম হাফিয যাহাবী (রহ.) ইমাম মুসলিমের শায়খগণের নাম উল্লেখ করার পর তাঁদের সংখ্যা ২২০ জন বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী (রহ.) ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শায়খগণের এমন তিনজনের নাম নমুনা-স্বরূপ উল্লেখ করেন, যাঁদের থেকে তিনি তাঁর *সহীহ* গ্রন্থে হাদীস উল্লেখ করেননি। হাফিয মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান সাখাওয়ী (মৃত ৯০২ হিজরী) ইমাম মুসলিমের এমন শায়খগণের সংখ্যা যাঁদের থেকে তিনি *সহীহ* গ্রন্থে রিওয়ায়েত করেছেন ২১৭ জন বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শিষ্যবৃন্দ

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার কারণে অসংখ্য হাদীস অন্বেষণকারী ব্যক্তি তাঁর সান্নিধ্যে আগমন করেন। সমসাময়িক বরেণ্য বিদ্বানগণও তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করতে আসেন। ইমাম মুসলিমের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ছাত্রের নাম এখানে উল্লেখ করা হল:

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী (১টি হাদীস শ্রবণ করেছেন), ইবরাহীম ইবনে ইসহাক আস-সায়রাফী, ইবরাহীম ইবনে আবূ তালিব, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামযাহ, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুফিয়ান আল-ফকীহ, আবু হামীদ আহমদ ইবনে হামদুন ইবনে রুস্তম আল-'আমাশী, আবুল ফযল আহমদ ইবনে সালামাহ আল-হাফিয, আবু হামীদ আহমদ ইবনে আলী ইবনুল হাসান ইবনে হাসনুবিয়া আল-মকরিউ, আবু আমর আহমদ ইবনে নাছর আলি-খফ্ফাফ আল-হাফিয, আবু আমর আহমদ ইবনুল মুবারক আল-মুসতামল, আবু হামিদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ

---

[১] ড. হুসায়ান ইবনে মুহাম্মদ শাওওয়াত, ***মুকাদ্দিমাতু ইকমালিল মু'লিম বি-ফাওয়ায়িদি মুসলিম***, পৃ. ২১

[২] ড. হুসায়ান ইবনে মুহাম্মদ শাওওয়াত, ***মুকাদ্দিমাতু ইকমালিল মু'লিম বি-ফাওয়ায়িদি মুসলিম***, পৃ. ২১

[৩] ড. হুসায়ান ইবনে মুহাম্মদ শাওওয়াত, ***মুকাদ্দিমাতু ইকমালিল মু'লিম বি-ফাওয়ায়িদি মুসলিম***, পৃ. ২১

ইবনে আল-হানান ইবনে আশ-শারকী, আবু সাঈদ হাতিম ইবনে আহমদ ইবনে মাহমুদ আল-কিন্দী আল-বুখারী, আল-হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ আল-কাব্বা, আবু ইয়াহইয়া যাকারিয়া ইবনে দাঊদ আল-খাফ্ফাফ, সাঈদ আমর আল-বারযাহ আল-হাফিয, সাহিল ইবনে মুহাম্মদ আল-বাগদাদী আল-হাফিয, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে আবদুস-সালাম আল-খাফ্ফাফ আন-নিশাপুরী, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল-হাসান ইবনে আশ-শারকী, আবু আলী আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-বালখী আল-হাফিয, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া আস-সারখামী আল-কাযী, আবদুর রহমান ইবনে আবূ হাতিম আর-রাযী, আলী ইবনে ইসমাঈল আস-সাফফার, আলী ইবনুল হাসান ইবনে আবূ ঈসা আল-হিলালী (তিনি ইমাম মুসলিমের চেয়ে বড়), আলী ইবনুল হুসাইন ইবনুল জুনাইদ আর-রাযী, আল ফযল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-বালখী, আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমা, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আস-সাকাফী আস-সিরাজ, আবু আহমদ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব আল-আবদী আল-ফাররা (তিনি তাঁর চেয়ে বড়), মুহাম্মদ ইবনে আবদ ইবনে হুমাইদ, মুহাম্মদ ইবনে মুখাল্লাদ আদ-দুওয়ারী আল-আত্তার, আবু বরক মুহাম্মদ ইবনে নাযর ইবনে সালামাহ ইবনুল জারুদ আল-জারুদী, আবু হাতিম মক্কী ইবনে আবদান আত-তাহমীমী, আবু মুহাম্মদ নাসর ইবনে আহমদ ইবনে নাসর আল-হাফিয, ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সায়িদ, আবু আওয়ানাহ আল-ইসফিরাইনী।[১]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মাযহাব

ইমাম মুসলিম (রহ.) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মাযহাব অজ্ঞাত।[২] তিনি বলেন,

فَلَا أَعْلَمُ مَذْهَبَ بِالتَّحْقِيْقِ.

'তাঁর মাযহাব সম্পর্কে আমার সঠিক জানা নেই।'

নবাব সিদ্দীক হাসান খান (রহ.) তাঁকে শাফিয়ী বলে গণ্য করেছেন। হাজী খলীফা (রহ.) বলেন,

---

[১] (ক) ইবনুল জওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ১২, পৃ. ১৭১; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৫৭৯

[২] আল-কাশ্মীরী, *ফয়যুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, খ. ১, পৃ. ৫৮

اَلْـجَامِعُ الصَّحِيْحُ لِلْإِمَامِ، اَلْ ـحَافِظِ، أَبِي الْـحُسَيْنِ: مُسْلِمِ بْنِ الْ ـحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيِّ، النَّيْسَابُوْرِيِّ، الشَّافِعِيِّ.[১]

মাওলানা আবদুর রশীদ (রহ.) তাঁকে মালেকী মাযহাবের অনুসারী বলেছেন। কিন্তু *আত-তাবাকাতুল মালিকিয়া*য় তাঁর উল্লেখ নেই। اليافع الحبني গ্রন্থকার বলেন, উসূলের ক্ষেত্রে তিনি শাফিয়ী ছিলেন। কেননা এ ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ী (রহ.)-এর সাথে মতদ্বৈততা অনেক কম হয়েছে। শায়খ আবদুল লতীফ সিন্ধী বলেন, ইমাম তিরমিযী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-কে বাহ্যত শাফিয়ী (রহ.)-এর মুকাল্লিদ বলে মনে হয়। বস্তুত তারা উভয়েই মুজতাহিদ ছিলেন। শায়খ তাহের আল-জাযায়িরীর অভিমত হচ্ছে, তিনি কোন নির্দিষ্ট ইমামের মুকাল্লিদ ছিলেন না। তবে ইমাম শাফিয়ী ও অন্যান্য হিজাযের অধিবাসী ইমামগণের মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।[২]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর রচনাবলি

ইমাম মুসলিম (রহ.) অনেক গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করেছেন। এর অধিকাংশগুলোই হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কিত। তাঁর রচিত কিছু গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারে রয়ে গিয়েছে। আর কিছু গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে নিম্নে তাঁর কিছু গ্রন্থাবলির বিস্তারিত বর্ণনা করা হল:

১. আল-কিতাব আস-সহীহ (اَلْكِتَابُ الصَّحِيْحِ)

এটি ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। এর প্রসিদ্ধ নাম: *সহীহ মুসলিম* (صَحِيْحُ مُسْلِمٍ)। হাদীসের এ অনন্য গ্রন্থটি ২৬৫ হিজরী সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত মিসর, ভারত, ইস্তাম্বুল, বয়রুত, পাকিস্তানসহ বিশ্বের বহু দেশে মুদ্রিত হয়েছে। ভারত থেকে মুদ্রিত *আস-সহীহ* গ্রন্থটির পাদটীকায় ইমাম নববী (রহ.)-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থটিও স্থান পেয়েছে। এটি দুই খণ্ডে বিভক্ত।

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সংকলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে *আস-সহীহ* সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এটি হাদীসশাস্ত্রের অনবদ্য ও অনন্য সাধারণ একটি গ্রন্থ। সমগ্র উম্মাহ এ গ্রন্থটি সাদরে গ্রহণ করেছে। হাদীস শাস্ত্রবিদ

---

[১] হাজী খলীফা, ***কশফুয যুনূন আন আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন***, পৃ. ৫৫৫

[২] (ক) ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী, ***শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব***, খ. ২, পৃ. ১৪৪; (খ) ওমর কাহালা, ***মু'জামুল মুআল্লিফীন***, খ. ১২, পৃ. ২৩২; (গ) আর-যিরিকালী, ***আল-আ'লাম***, খ. ৭, পৃ. ২২১

এবং সাধারণ হাদীস-পাঠক নির্বিশেষে সকলের নিকট গ্রন্থটি অতি সমাদৃত। গ্রন্থকারের যুগ থেকে অদ্যাবধি সকলেই এ গ্রন্থটি অতিমূল্যবান, বিশুদ্ধ ও উপকারী হাদীস গ্রন্থ হিসেবে এর পঠন-পাঠনে নিয়োজিত রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের নিকট এটি *আস-সহীহ* হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় এর নামকরণ করা হয়েছে, *সহীহ মুসলিম* (صَحِيْحُ مُسْلِمٍ)।

এর পূর্বে হাদীসের যে সকল গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে, সেগুলোর সকল হাদীস সহীহ নয়। সংকলক যে সকল হাদীস লাভ করেছেন সেগুলোর বর্ণনাকারীগণের যাচাই এবং জারহ-তা'দীল ছাড়াই তাঁরা আপন আপন গ্রন্থে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে তাঁদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত সহীহ হাদীসসমূহ যঈফ হাদীসের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে পড়ে। সর্বপ্রথম ইমাম বুখারী (রহ.) এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) সহীহ হাদীস সংবলিত দু'টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[১] তাঁরা নির্দিষ্ট শর্ত এবং নিয়ম-নীতির আলোকে তাঁদের গ্রন্থে হাদীস উপস্থাপন করেন। এক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অগ্রগামী ছিলেন। তাঁদের এ গ্রন্ধদ্বয় কুরআন মাজীদের পর সর্বাধিক সহীহ গ্রন্থ।[২]

২. আল-মুনফারাদাত ওয়াল ওয়াহদান (اَلْمُنْفَرَدَاتُ وَالْوَحْدَانِ)

যেসব রাবী (বর্ণনাকারী) থেকে শুধু একটি হাদীস বর্ণিত আছে, ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর গ্রন্থে সে সব রাবীর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সাহাবী এবং সাহাবীগণের পরবর্তী স্তরের রাবীগণের বর্ণনাও এতে স্থান লাভ করেছে। যেমন– হযরত মুসাইয়িব (রাদি.) থেকে শুধু একটি হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি তাঁর থেকে তাঁর পুত্র হযরত সাঈদ (রাদি.) বর্ণনা করেছেন।[৩]

৩. কিতাবুল-কুনা ওয়াল আসমা (كِتَابُ اَلْكُنَىٰ وَالْأَسْمَاءُ)

আল-মুনতাযাম গ্রন্থে এ কিতাবটির নাম كِتَابُ اَلْكُنَىٰ وَالْأَسْمَاءُ বলে উল্লেখ আছে। *তাবাকাতুল হানবিলা* এবং ইবনে খায়রের *ফিহরিস্ত* গ্রন্থে এর নাম اَلْكُنَىٰ وَالْأَسْمَاءُ বলে উল্লেখ আছে। এ গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (রহ.) এমন সব রাবীর নাম বর্ণনা করেছেন যাঁরা কুনয়াত বা উপনামে প্রসিদ্ধ রয়েছেন।

---

[১] আন-নববী, *আত-তাকরীব ওয়াত তায়সীর লি-মা'রিফাতি সুনানিল বশীর আন-নযীর ফী উসূলিল হাদীস*, পৃ. ৩

[২] ইবনুস সালাহ, *মা'রিফাতু আনওয়ায়ি উলূমিল হাদীস = মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ*, পৃ. ১৩

[৩] *ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, পৃ. ৬৪–৬৫

আবার যে সকল রাবী নামে প্রসিদ্ধ আছে, তিনি এতে তাঁদের 'কুনয়াত' বর্ণনা করেছেন। কেননা রাবী কখনও নামে, কখনও 'কুনয়াত', কখনও 'লকব' বা উপাধিতে উল্লিখিত হয়ে থাকেন। তিনি একই ব্যক্তি, ভুল বশতঃ দুই জন বলে প্রতীয়মান হয়ে থাকে।

৪. কিতাবুত তামীয (كِتَابُ التَّمِيْزِ)

এ গ্রন্থের একটি হস্তলিপি কপি আয-যাহিরিয়া গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এর বহির্গিলাপে লিপিবদ্ধ আছে, اَلْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ التَّمِيْزِ لِمُسْلِمٍ তবে التَّمِيْزُ শব্দের ز অক্ষরটি ব্যতীত অন্য অক্ষরগুলো স্পষ্ট নয়। সমকালীন জনৈক কপিকারী শব্দটি উপলব্ধি করতে না পেরে ভুলবশত এর শিরোনাম লিখে রাখেন, رِسَالَةٌ فِي الْمُصْطَلَحِ।[১]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে-এর ভূমিকায় বলেন, তোমার প্রতি আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক। তুমি উল্লেখ করেছ যে, এমন একদল লোক রয়েছে, যারা হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মন্তব্য هَذَا حَدِيْثٌ خَطَأٌ، هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ (এটি ভুল হাদীস, এট সহীহ হাদীস)-কে অস্বীকার করে থাকে। তুমি আরও উল্লেখ করেছেন যে, তারা এ ধরণের মন্তব্যকে ভীষণ আকারে দেখে এবং এটাকে পূর্বসূরী পূণ্যবান ব্যক্তিগণের 'গীবত' বলে আখ্যায়িত করে। এমনকি তারা বলে, যে ব্যক্তি সঠিক বর্ণনা থেকে ভুল বর্ণনা পার্থক্য করার দাবি উত্থাপন করে তারা তাকে এমন বস্তুর জ্ঞানের লাভের প্রতি লালায়িত মনে করে যে বস্তুর জ্ঞান তার নেই। মুখস্ত বস্তু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তারা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাদের কেউ কেউ নির্ভরশীল হাফিয, আর কেউ কেউ হাদীস মুখস্ত রাখার বিষয়ে অলস, সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সন্দেহভাজন অথবা অপরের নিকট থেকে তার হিফয সংমিশ্রিত হয়ে পড়ে এবং অন্যের নিকট বর্ণনার সময় পার্থক্য করতে সক্ষম হয় না।[২]

৫. রিজালু উরওয়া ইবনিয যুবায়র (رِجَالُ عُرْوَةِ بْنِ الزُّبَيْرِ)

আয-যাহিরিয়া কুতুবখানায় এ গ্রন্থের একটি কপি সংরক্ষিত আছে।[৩]

---

[১] *ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, পৃ. ৫৬
[২] *ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, পৃ. ৫৬
[৩] *ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, পৃ. ৫৬

৬. **কিতাবুত তাবাকাত (كِتَابُ الطَّبَقَاتِ)**

এ গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (রহ.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এমন সাহাবীগণের বর্ণনা করেছেন, যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছেন এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থের একটি কপি তুরস্কের আহমদ আস-সালিস গ্রন্থগারে সংরক্ষিত আছে।[১]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর রচিত ও সংকলিত আরও যেসব গ্রন্থের নাম জানা যায় তার একটি তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১. আল-মুসনাদুল কবীর আলা আসমায়ির রিজাল (اَلْـمُسْنَدُ الْكَبِيْرُ عَلَىٰ أَسْمَاءِ الرِّجَالِ),

২. আল-জামিউল-কাবীর (اَلْـجَامِعُ الْكَبِيْرُ),

৩. আল-ইলাল (اَلْعِلَلُ),

৪. কিতাবুল ওয়াহদান (كِتَابُ الْوَحْدَانِ),

৫. হাদীসে আমর ইবনে শুআইব (حَدِيْثُ عَمَرِو بْنِ شُعَيْبٍ),

৬. মাশায়িখু মালিক (مَشَائِخُ مَالِكٍ),

৭. মাশায়িখিসু সাওরী (مَشَائِخُ الثَّوْرِيِّ),

৮. লায়স লাহু ইল্লা রাবীন ওয়াহিদ (لَيْسَ لَهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ),

৯. যিকর আওহামিল মুহাদ্দিসীন (ذِكْرُ أَوْهَامِ الْـمُحَدِّثِيْنِ),

১০. তাবাকাতিত তাবিঈন (طَبَقَاتُ التَّابِعِيْنِ),

১১. আল-মুখযারামীন (اَلْـمُخْضَرَمِيِّنَ),[২]

১২. আল-আফরাদ (اَلْأَفْرَادُ),

১৩. আল-আকরান (اَلْأَقْرَانُ),

১৪. মাশায়িখু শুবাহ (مَشَائِخُ شُعْبَةَ),

১৫. আওলাদুস সাহাবাহ (أَوْلَادُ الصَّحَابَةِ),

১৬. আফরাদিশ শামীইন (أَفْرَادُ الشَّامِيِّيْنَ),[৩]

---

[১] *ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, পৃ. ৫৬

[২] Abul Hamid Siddiqi, ***Shahih Muslim, Introduction***, P. VI

[৩] মুহাম্মদ হানীফ গঙ্গুহী, ***যফরুল মুহাস্সিলীন বি-আহওয়ালিল মুসান্নিফীন***, পৃ. ১০৪

১৭. আল-ইনতিফা বি-আহাব্বিস সিবা (اَلْإِنْتِقَاعُ بِأَهَبِّ السِّبَاعِ),[১]

১৮. আল-জানায়িযু ইস্তিতরাদান (اَلْـجَنَائِزُ اِسْتِطْرَادًا),[২]

১৯. মুসনদু হাদীসি মালিক (مُسْنَدُ حَدِيْثِ مَالِكٍ),

২০. সুওয়ালাতিহু আহমদ ইবনে হাম্বল (سُؤَالَاتُهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ),[৩]

২১. তাফযীলুস সুনান (تَفْضِيْلُ السُّنَنِ),

২২. কিতাবুল মা'রিফা (كِتَبُ الْـمَعْرِفَةِ),[৪]

২৩. রুওয়াতিল ইতিবার (رُوَاةُ الْإِعْتِبَارِ)।[৫]

ইমাম মুসলিম (রহ.) সম্পর্কে হাদীস বিশারদ মনীষীগণের অভিমত

হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন ইমাম এবং মনীষীগণ ইমাম মুসলিম (রহ.) এবং তাঁর গ্রন্থাবলি সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

১. ইমাম হাফিয আহমদ ইবনে আলী আল-খাতীব বাগদাদী (মৃত ৪৬৩ হিজরী) (রহ.) বলেন,

أَحَدُ الْأَئِمَّةِ مِنَ حُفَّاظِ الْـحَدِيْثِ.

'মুসলিম (রহ.) ইমামগণের অন্যতম এবং হাদীসের হাফিযগণের অন্তর্ভুক্ত।'[৬]

২. বসরার মুহাদ্দিস ও বিশ্বস্ত রাবী মুহাম্মদ ইবনে বাশশার আল-আবদী (মৃত ২৫২ হিজরী) বলেন,

حُفَّاظُ الدُّنْيَا أَرْبَعَةٌ: أَبُوْ زُرْعَةَ بِالرَّيِّ، وَمُسْلِمٌ بِنَيْسَابُوْرَ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِسَمَرْقَنْدَ، وَمُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ بِبُخَارَى.

'পৃথিবীতে হাফিযের সংখ্যা হচ্ছে চারজন: রায়-এ আবু যুরআহ, নিশাপুরে ইমাম মুসলিম, সামারকান্দে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর

---

[১] ইবনে কসীর, *জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান আল-হাদী লি-আকওয়ামি সুনান*, খ. ১, পৃ. ৮৯

[২] মুহাম্মদ হানীফ গঙ্গুহী, *যফরুল মুহাস্‌সিলীন বি-আহওয়ালিল মুসান্নিফীন*, পৃ. ১০৪–১০৫

[৩] ইবনে কসীর, *জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান আল-হাদী লি-আকওয়ামি সুনান*, খ. ১, পৃ. ৮৯

[৪] (ক) মুস্তাফা আস-সিবায়ী, *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃ. ৪৪৮; (খ) ড. ফুআদ সিযগীন, *তারিখুত তুরাস আল-আরাবী*, খ. ১, পৃ. ২৬৩

[৫] ইবনুল জওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ১২, পৃ. ১৮১

[৬] আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ১০০

রহমান আদ-দারিমী এবং বুখারীতে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল।[১]

৩. ইমাম আবদুর-রহমান ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী (মৃত ৩২৭ হিজরী) বলেন,

مُسْلِمٌ: ثِقَةٌ مِنَ الْـحُفَّاظِ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْـحَدِيْثِ.

'মুসলিম (রহ.) একজন সিকা (বিশ্বস্ত) রাবী। তিনি হাদীসের হাফিযগণের মধ্যে অন্যতম। হাদীস সম্পর্কে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ও পরিচিত রয়েছে।'[২]

৪. ইমাম হাফিয মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব আশ-শায়বানী আন নিশাপুরী ইবনুল আখরাম (মৃত ৩৪৪ হিজরী) এবং হাফিয মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন,

إِنَّمَا أَخْرَجَتْ نَيْسَابُوْرُ ثَلاَثَةَ رِجَال: مُحَمَّد بْنُ يَحْيَىٰ، وَمُسْلِم بْنُ الْـحَجَّاجِ، وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ.

'নিশাপুর শহরে তিনজন বিশেষ ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছে, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ এবং ইবরাহীম ইবনে আবূ তালিব।'[৩]

৫. ইমাম নববী (রহ.) (মৃত ৬৭৬ হিজরী) বলেন, 'হাদীসের ইমামগণের মধ্যে মুসলিম (রহ.) অন্যতম। তিনি এ বিষয়ের মহান ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন মহান ব্যক্তি, হাদীসের হাফিয ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণের অন্তর্ভুক্ত এবং হাদীস অন্বেষণে বিভিন্ন অঞ্চল ও শহরের ইমামগণের নিকট ভ্রমণকারীগণের মধ্যে একজন।'[৪]

৬. ইমাম ইবনে খাল্লিকান (৬০৮-৬৮১ হিজরী) বলেন,

أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْـحُفَّاظِ وَأَعْلَامِ الْـمُحَدِّثِيْنَ.

'ইমাম মুসলিম (রহ.) হাফিয, ইমামগণের অন্যতম এবং বিশিষ্ট

---

[১] (ক) ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ৫৮, পৃ. ৮৯; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৫৬৪

[২] ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী, *আল-জারহ ওয়াত তা'দীল*, খ. ৮, পৃ. ১৮২

[৩] (ক) ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ৫৮, পৃ. ৯৪; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৫৬৪

[৪] আল-মিয্যী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ২, পৃ. ৯১

মুহাদ্দিসগণের অন্তর্ভুক্ত।'[১]

৭. ইবনে তাগরী বারদী (৮১৩-৮৭৪ হিজরী) বলেন,

مُسْلِمُ بْنُ الْـحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمٍ ، الْإِمَامُ ، الْـحَافِظُ، الْـحُجَّةُ، أَبُوْ الْحُسَيْنِ، النَّيْسَابُوْرِيِّ، صَاحِبُ الصَّحِيْحِ.

'মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম হাদীসের ইমাম, হাফিয এবং হুজ্জাত ছিলেন। তাঁর উপনাম আবুল হুসাইন। তিনি ছিলেন নিশাপুরের অধিবাসী এবং *আস-সহীহ* গ্রন্থের প্রণেতা।'[২]

৮. আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন,

مُسْلِمُ بْنُ الْـحَجَّاجِ، أَبُوْ الْـحُسَيْنِ، الْقُشَيْرِيِّ، النَّيْسَابُوْرِيِّ، الْـحَافِظُ، أَحَدُ أَرْكَانِ الْـحَدِيْثِ، وَصَاحِبُ «الصَّحِيْحِ».

'মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল-হুসায়ান আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (রহ.) ছিলেন একজন হাফিয, হাদীসের অন্যতম স্তম্ভ এবং *আস-সহীহ* গ্রন্থের সংকলক।'[৩]

৯. আল্লামা আল-ইয়াফিয়ী (মৃত: ৭৬৮ হিজরী) তাঁর সম্পর্কে বলেন,

أَحَدُ أَرْكَانِ الْـحَدِيْثِ، صَاحِبُ «الصَّحِيْحِ» وَغَيْرُهُ، وَمَنَاقِبُهُ مَشْهُوْرٌ، وَسِيْرَتُهُ مَشْكُوْرَةٌ.

'ইমাম মুসলিম (রহ.) ছিলেন হাদীসের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ, *আস-সহীহ* ও অন্যান্য গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর গুণাবলি সুপ্রসিদ্ধ এবং তাঁর জীবন-চরিত্র কল্যাণকর।'[৪]

১০. ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন,

قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَبْدُ اللهِ، الْـحَافِظُ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ سَلَمَةَ، رَأَيْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَأَبَا حَاتِمٍ يُقَدِّمَانِ مُسْلِمَ بْنَ الْـحَجَّاجِ فِيْ مَعْرِفَةِ الصَّحِيْحِ عَلَىٰ مَشَايِخِ عَصْرِهِمَا.

---

[১] ইবনে খল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান*, খ. ৩, পৃ. ৯৯

[২] ইবনে তাগরী বারদী, *আন-নুজূম আয-যাহিরা ফী মুলূকি মিসর ওয়াল কাহিরা*, খ. ২, পৃ. ৩৩

[৩] ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী, *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব*, খ. ২, পৃ. ১৪৫

[৪] ইবনে কসীর, *জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান আল-হাদী লি-আকওয়ামি সুনান*, ভূমিকা, পৃ. ৯০

'আমাকে আবু আবদুল্লাহ হাফিয বলেছেন, তিনি আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীমের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আহমদ ইবনে মাসলামাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু যুরআ এবং আবু হাতিমকে দেখেছি যে, হাদীসের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের যুগের শায়খগণের ওপর মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।'[১]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর ইন্তিকাল

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর আয়ূ ছিল কম। তাঁর জীবনের বেশির ভাগ ছিল হাদীস চর্চায় ব্যাপৃত। তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ শেষে নিশাপুরে প্রত্যাবর্তন করতেন। সেখানে তাঁর সম্পদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। তিনি আমৃত্যু ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন।[২]

এ সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের মতে ইমাম মুসলিম (রহ.) ২৬১ হিজরী সালের রজব মাসের ২৪ তারিখ রবিবার সন্ধ্যায় নিশাপুরে ইন্তিকাল করেন। এটা ছিল ৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের ৬ তারিখ।

হাফিয আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব (রহ.) বলেন,

تُوَفِّيْ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَشِيَّةَ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَدُفِنَ الْإِثْنَيْنِ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ رَجَبَ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسِتِّيْنَ وَمِئَتَيْنِ.

'মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.) রবিবার সন্ধ্যায় ইন্তিকাল করেন এবং ২৬১ হিজরী সালের ২৫ রজব তাঁকে দাফন করা হয়।'[৩]

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স কত ছিল এ সম্পর্কে মত-পার্থক্য রয়েছে। ইবনুল ইমাদ হাম্বলী (রহ.) (১০৩২-১০৮৯)-এর মতে, তিনি ৬০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[৪] ইবনে খাল্লিকানের মতে, ইমাম মুসলিম (রহ.) ৫৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইতিহাসবিদদের মতে, এ অভিমতটিই অধিক বিশুদ্ধ। ইমাম হাফিয যাহাবী (রহ.) এবং ইমাম ইবনে হাজারের মতানুসারে তিনি ৫৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে নিশাপুর শহরের অভ্যন্তরে নাসিরাবাদে

---

[১] ইবনে কসীর, *জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান আল-হাদী লি-আকওয়ামি সুনান*, ভূমিকা, পৃ. ৯০

[২] *ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, পৃ. ৫৯

[৩] (ক) আল-মিয্যী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৮, পৃ. ৭৩; (খ) ইবনে খল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান*, খ. ৩, পৃ. ৯৯

[৪] ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী, *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব*, খ. ২, পৃ. ১৪৫

দাফন করা হয়।[১] ইমাম হাফিয সাহাবী (রহ.) বলেন, তাঁর কবর যিয়ারত করা হয়ে থাকে।[২]

ইমাম মুসলিমের ইন্তিকাল সম্পর্কে খতীব আল-বাগদাদী (রহ.) নিম্নের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন,

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ নিশাপুরী বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুবকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আহমদ ইবনে সালিমাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আবুল হুসায়ন মুসলিম (রহ.) ইবনুল হাজ্জাজের জন্যে হাদীসের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তাঁর নিকট এমন একটি হাদীস আলোচিত হয়, যা তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। তখন তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে উক্ত হাদীস অন্বেষণে লিপ্ত হন। ইত্যবসরে এক ডালি খেজুর খাওয়ার জন্য ইমাম মুসলিমের সম্মুখে পেশ করা হয়। তিনি এক দিকে হাদীস খুঁজতে থাকেন এবং অন্য দিকে এক এক করে খেজুর খেতে থাকেন। এ অবস্থায় সকাল হয়ে যায়, ডালির খেজুর সমাপ্ত হয়ে পড়ে এবং তিনি ওই হাদীসটিও পেয়ে যান।[৩] হাদীস অন্বেষণে তিনি এত অধিক বিভোর ছিলেন যে তিনি বুঝতে পারেননি যে, এত অধিক খেয়ে ফেলেছেন। ফলে বদহজম জনিত পেটের অসুখে তিনি ইন্তিকাল করেন। খতীব আল-বাগদাদী (রহ.)-এ ঘটনাটি বর্ণনা করার পর বলেন, হাকিম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

زَادنِي الثِّقَة مِنْ أَصْحَابنَا أَنَّهُ مِنْهَا مَاتَ.

> 'আমাদের বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীগণ এ ক্ষেত্রে আরও অধিক বর্ণনা করে বলেন, তিনি এ ঘটনায়ই মারা যান।'[৪]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর চারিত্রক বৈশিষ্ট্য

ইমাম মুসলিমের পিতা-মাতা ছিলেন ধর্মভীরু এবং ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন। এতে তার মনে এক ছাপ পড়ে। যার ফলে তার সারাজীবন অতিবাহিত হয়েছে একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তি হিসাবে। তিনি কখনও কারও গীবত বা দোষ চর্চায় লিপ্ত হননি[৫], তিনি কাউকে কোন দিন প্রহার করেননি

---

[১] ইবনে খল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান*, খ. ৩, পৃ. ৯৯

[২] আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, খ. ২, পৃ. ৫৯০, ক্র. ৫৭৮ (৩০/৯: তা)

[৩] আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ১০৩

[৪] আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ১০৩

[৫] ড. হামিদ ইবনে নাসির আদ-দুখাইল, *মিন আ'লামিল হাযারাতিল ইসলামিয়া*, পৃ. ৫২

এবং কাউকে কোন দিন অশোভন খারাপ কথাও বলেননি।[১] কখনও কাউকে গালিও দেননি।[২] মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ছিলেন অন্যতম আলিম এবং জ্ঞানের আধার। আমি তাঁকে উত্তম বলেই জানি। তিনি ছিলেন পূণ্যবান ব্যক্তি। আল্লাহ আমাদের এবং তাঁর প্রতি করুণা বর্ষণ করুন।'[৩]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর আকৃতি

ইমাম মুসলিম শুভ্র চুল ও দাঁড়ি বিশিষ্ট দীর্ঘকায় ব্যক্তি ছিলেন।[৪] তাঁর চেহারা সুন্দর এবং তিনি সুন্দর পোষাক পরিধান করতেন।[৫] বার্ধক্যের চিহ্ন অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছিল।[৬] তিনি দু'কাঁধের মাঝে পাগড়ি ঝুলিয়ে পরতেন।[৭]

পেশা

পেশা হিসেবে তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। ইবনুল ইমাদ হাম্বলী বলেন নিশাপুরে হিমস নামক স্থানে তাঁর হোটেল বা সরাইখানার ব্যবসা ছিল।[৮] মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব ফাররা বলেন, তিনি কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন।[৯]

---

[১] ইবনুল জওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ১২, পৃ. ১৮১

[২] শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী, *বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন ফী বয়ানি কুতুবিল হাদীস ওয়া আসহাবিহাল গারামীন*, পৃ. ২৮০

[৩] (ক) ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ৫৮, পৃ. ৮৯; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৮, পৃ. ১৫১

[৪] (ক) ইবনুল জওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ১২, পৃ. ১৭১; (খ) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৫৭০; (গ) আল-মিয্যী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৮, পৃ. ৭৩ (ফুটনোট); (ঘ) ড. হামিদ ইবনে নাসির আদ-দুখাইল, *মিন আ'লামিল হাযারাতিল ইসলামিয়া*, পৃ. ৫৫

[৫] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৫৬৬

[৬] ড. হামিদ ইবনে নাসির আদ-দুখাইল, *মিন আ'লামিল হাযারাতিল ইসলামিয়া*, পৃ. ৫৫

[৭] (ক) আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৫৭০ ও ৫৬৬; (খ) আল-মিয্যী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৮, পৃ. ৭৩

[৮] ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী, *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব*, খ. ২, পৃ. ১৪৫

[৯] আবদুর রহমান আল-মুবারকপুরী, *মুকাদ্দামাতু তুহফাতুলি আহওয়াযী*, খ. ১–২, পৃ. ৯৯

মুসলিম শরীফের পরিচিতি ও পর্যালোচনা

ইমাম মুসলিম (রহ.) স্বীয় উস্তাদের নিকট থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাচাই করে দীর্ঘ ১৫ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধনা ও গবেষণা করে আস-সহীহ গ্রন্থটি সংকলন করেন।

সহীহ মুসলিম গ্রন্থটি কখন সংকলন করা হয় তার সঠিক সময়কাল নির্ণয় করা যায় না। আল-ইরাকী এবং হাজী খলীফা বলেন,

أَنَّ مُسْلِمًا أَلَّفَ كِتَابَهُ سَنَةَ ٢٥٠ هـ.

'মুসলিম (রহ.) তাঁর সহীহ গ্রন্থটি ২৫০ হিজরী সালে সংকলন করেন।'[১]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শিষ্য এবং আস-সহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুফইয়ান নায়সাপূরী (রহ.) বলেন, ইমাম মুসলিম (রহ.) আমাদের নিকট তার কিতাবটির পাঠ সমাপ্ত করেছেন ২৫৭ হিজরী সালের রমজান মাসে।[২]

ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর গ্রন্থটি প্রণয়ন সম্পন্ন করে তদানীন্তন প্রখ্যাত হাদীসের হাফিয ইমাম আবু যুরআর নিকট পেশ করেন।

এ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (রহ.) নিজেই বলেন,

عَرَضْتُ كِتَابِيْ عَلَىٰ أَبِيْ زُرْعَةَ، فَكُلُّ مَا أَشَارَ إِلَى أَنَّ لَهُ عِلَّةٌ تَرَكْتُهُ، وَكُلَّ مَا قَالَ أَنَّهُ صَحِيْحٌ وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ خَرَّجْتُهُ.

'আমি এ গ্রন্থটি আবু যুর'আহ আর রাযীর নিকট পেশ করেছি। তিনি

---

[১] হাজী খলীফা, *কশফুয যুনূন আন আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন*, খ. ১, পৃ. ৫৫৫

[২] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৬৬

যে যে হাদীসের সনদে ত্রুটি আছে বলে মনে করেছেন, আমি সেগুলো বাতিল করেছি। আর যে যে হাদীস সম্পর্কে তিনি সঠিক বলে অভিমত পোষণ করেছেন যে এটি সহীহ এবং এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই, আমি তা গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি।'[১]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি কেবলমাত্র নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনার ওপর নির্ভর করেই কোন হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে মনে করে তাঁর এ গ্রন্থে শামিল করেননি। বরং প্রত্যেকটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদ্দিসের নিকটও পরামর্শ চেয়েছেন এবং মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের শুদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন কেবল তাই তিনি তার এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (রহ.) নিজেই বলেন,

لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِيْ صَحِيْحٍ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا إِنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوْا عَلَيْهِ.

'কেবল আমার বিবেচনায় সহীহ হাদীসসমূহই আমি গ্রন্থে শামিল করিনি। বরং এ গ্রন্থে কেবল সেসব হাদীসই একত্রিত করেছি, যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত।'[২]

মুসলিম শরীফ সংকলনের কারণ

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর ছাত্রগণের সংখ্যা ছিল অনেক। তৎকালীন রীতি অনুসারে শায়খগণ মুখস্থ অথবা নিজেদের পাণ্ডুলিপি থেকে ছাত্রদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন। তখনও সহীহ হাদীস সংবলিত তেমন হাদীস তাদের নিকট ছিল না। ফলে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর জনৈক বিশিষ্ট ও বুদ্ধিমান শিষ্য সহীহ হাদীসের এমন একটি গ্রন্থ সংকলনের জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা জানান যা বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত হবে এবং তাঁর থেকে শরীয়তের আহকাম নির্গত করা সহজতর হবে।[৩]

এর জবাব খুঁজতে গিয়ে হাফিয ইমাম যাহাবী (রহ.)-এর বক্তব্য উল্লেখ্যযোগ্য। তিনি বলেন,

---

[১] আন-নাওয়াওয়ী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ১, পৃ. ১২২

[২] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৩

[৩] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১৩

وَقَدْ أَلَّفَ كِتَابَهُ الصَّحِيْحِ اِسْتِجَابَةً لِطَلْبِ صَاحِبِهِ وَمُرَافِقِهِ فِي الْاِرْتِحَالِ وَالتَّحْصِيْلِ: الْحَافِظِ أَحْمَدَ بْنِ سَلَمَةَ النَّيْسَابُوْرِيِّ.

'ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর অনুগামী এবং সফর ও হাদীস অন্বেষণের সাথী হাফিয আহমদ ইবনে সালামা নায়সাপূরীর প্রার্থনা ও অনুরোধের জবাবে তাঁর আস-সহীহ গ্রন্থ সংকলন করেন।'[১]

নামকরণ

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সংকলিত হাদীস গ্রন্থটির নাম আস-সহীহ হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। তবে কেউ কেউ এ গ্রন্থটিকে আল-জামে বলেও অভিহিত করেছেন। এ হাদীস গ্রন্থটিতে জামে'র আটটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে তাফসীর বিষয়ক বর্ণনা কম হওয়াই ওলামায়ে কেরাম এ গ্রন্থটিকে আল-জামে বলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। পরবর্তী যুগের আলিমগণের মতে এতে তাফসীর বিষয়ক হাদীস কম হলেও যেহেতু তাফসীর বিষয়ক হাদীস বিদ্যমান সেহেতু এ গ্রন্থটিকে আল-জামে বলে অভিহিত করেছেন।[২] হাজী খলীফা এটিকে আল-জামে বলে বর্ণনা করেছেন।[৩]

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর গ্রন্থটি যদিও আস-সহীহ নামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাঁর যুগে এটি আল-মুসনদ নামেও অভিহিত হত। স্বয়ং ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন,

مَا وَضَعْتُ شَيْئًا فِيْ كِتَابِيْ هَذَا الْمُسْنَدَ إِلَّا بِحُجَّةٍ، وَمَا أَسْقَطْتُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا بِحُجَّةٍ.

'আমি আমার এ মুসনদ গ্রন্থে যা উপস্থাপন করেছি, তা দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে করেছি। আর এ গ্রন্থে যা সন্নিবেশিত করিনি, তাও প্রমাণের ভিত্তিতে করেছি।'[৪]

তিনি আরও বলেন,

---

[১] কাযী আয়াস, *ইকমালুল মু'লিম বি-ফাওয়ায়িদি মুসলিম*, খ. ১, পৃ. ২৮

[২] (ক) আবদুল আযীয আল-খাওলী, *মিফতাহুস সুন্নাহ = তারীখু ফুনূনিল হাদীস*, পৃ. ৪৭; (খ) তাকিউদ্দীন নদভী, *মুহাদ্দিসীনে ইযাম*, পৃ. ২৮৭; (গ) শাব্বির আহমদ আল-উসমানী, *মাওসূআতু ফতহিল মুলহিম বি-শরহি সহীহিল ইমাম মুসলিম*, খ. ১, পৃ. ২৪–২৫

[৩] হাজী খলীফা, *কশফুয যুনূন আন আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন*, খ. ১, পৃ. ৫৫৫

[৪] আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, খ. ২, পৃ. ১২৬

صَنَّفْتُ هَذَا الْـمُسْنَدَ الصَّحِيْحَ مِنْ ثَلَاثِ مِائَةِ أَلْفِ حَدِيْثٍ مَسْمُوْعَةٍ.

'আমি এ সহীহ মুসনদটি তিন লক্ষ শ্রবণকৃত হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে প্রণয়ন করেছি।'[১]

এখানে মুসনদের পারিভাষিক অর্থ গণ্য করা হয়নি। কেননা মুহাদ্দিসগণের নিকট মুত্তাসিল সনদযুক্ত হাদীসকে মুসনদ বলা হয়।

এভাবে মারফু হাদীসকেও মুসনাদ বলা হয়।[২] অতএব *সহীহ মুসলিমের* ক্ষেত্রে মুসনদ শব্দটি ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে, এমন গ্রন্থ যার হাদীসসমূহের সনদ নবী করীম (সা.) পর্যন্ত বিস্তৃত। কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ এ গ্রন্থটিকে আল-জামে বলেও অভিহিত করেন।[৩]

ইমাম মুসলিমের হাদীস সংকলন পদ্ধতি

ইমাম মুসলিম (রহ.) কেবল যে সকল হাদীস তাঁর সহীহ গ্রন্থে সংকলন করেছেন যা দুজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য তাবিঈও দু'জন সাহাবা থেকে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে প্রায় সকল পর্যায়ে তিনি দুজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সংগৃহীত হাদীসসমূহকে একত্রিত করার পর এগুলোকে গুরুত্ব অনুসারে রাবী তথা হাদীস বর্ণনা কারীদেরকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন।

১. তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি ও বিশ্বস্ততার অধিকারী হাদীসের রাবীগণ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ।
২. মধ্যম স্মরণশক্তি ও বিশ্বস্তার অধিকারী রাবীগণ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ।
৩. যা'ঈফ বা দুর্বল রাবীগণ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ।

ইমাম মুসলিম (রহ.) প্রথম স্তরের রাবীগণ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁর আস-সহীহ গ্রন্থে স্থান দেন এবং কখনও কখনও মুতাবি'আত বা সহায়ক হিসেবে দ্বিতীয় স্তরের রাবীগণ থেকেও হাদীস সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু তৃতীয় স্তরের রাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ পুরোপুরিভাবেই বর্ণনা থেকে বিরতি

---

[১] (ক) আল-খতীবুল বগদাদী, *তারীখু বগদাদ*, খ. ৩১, পৃ. ১০১; (খ) ইবনে খল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান*, খ. ৩, পৃ. ৯৯

[২] ইবনুস সালাহ, *মা'রিফাতু আনওয়ায়ি উলূমিল হাদীস = মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ*, পৃ. ৪৯

[৩] হাজী খলীফা, *কশফুয যুনূন আন আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন*, খ. ১, পৃ. ৫৫৫

দিয়েছেন।[১]

মুসলিম শরীফ প্রণয়নের শর্তাবলি

ইমম মুসলিম (রহ.) কিছু শর্ত সাপেক্ষে হাদীসসমূহ তাঁর আস-সহীহ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন।

১. বর্ণনাকারী রাবী অবশ্যই বিশ্বস্ত হতে হবে।

২. হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর সদা জাগ্রত অনুভূতি থাকতে হবে।

৩. তার নিকট বর্ণনাকারী থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত বর্ণনার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকতে হবে।

৪. সনদ বা মতনে কোন প্রচ্ছন্ন ত্রুটি থাকতে পারবে না।

মুসলিমের হাদীসের সংখ্যা

সহীহ মুসলিমের হাদীস সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছুটা মত পার্থক্য রয়েছে। দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের কারণেই মূলত সংখ্যার এ পার্থক্য দেখা দিয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যার বর্ণনা পেশ করা হলো।

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর বিশিষ্ট সাগরিদ আহমদ ইবনে সালিমার মতে, *সহীহ মুসলিমে* হাদীসের সংখ্যা ১২,০০০ (বার হাজার)। এ প্রসঙ্গে আল্লামা যাহাবী (রহ.) বলেন, পুনঃপুনঃ উল্লেখিত হাদীস সংখ্যা মিলেই এ সংখ্যা দাঁড়ায়। যেমন– তিনি যখন বলেন,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَخْبَرَنَا ابْنُ رُمْحٍ يُعدَّان حَدِيْثَيْنِ، اتَّفَقَ لَفْظُهُمَا أَوِ اخْتَلَف فِيْ كَلِمَة.

> 'আমাকে কুতায়বা হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমাকে ইবনে রুমহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে দু'টি হাদীস বর্ণনা করা হয়। হাদীস দু'টির শব্দ একই ধরণের হলে অথবা শব্দের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও দুটিকেই পৃথক পৃথক হাদীস হিসেবে গণ্য করা হয়।'[২]

---

[১] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ আস-সিত্তাহ*, পৃ. ৬৭; (খ) ড. মুহাম্মদ আস-সাব্বাগ, *আল-হাদীসুন নাবাওয়ী: মুস্তালিহাতুহু, বালাগাতুহু, কুতুবুহু*, পৃ. ৩৭৬–৩৭৭; (গ) আন-নাওয়াওয়ী, *তাদরীবুর রাওয়ী ফী শরহি তাকরীবিন নাওয়াওয়ী*, খ. ৩, পৃ. ৯৯

[২] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৫৬৬

ইমাম হাফিয মুহাম্মদ ইবনে জুমু'আহ আবু কুরায়শ আল-কুসতানী (মৃত: ৩১৩ হি.)-এর মতে, *সহীহ মুসলিমে* মুকাররার (পুনঃপুনঃ) হাদীস বাদে হাদীসের সংখ্যা ৪০০০ (চার হাজার)।[১]

শায়খ ওমর ইবনে আবদুল-মাজীদ আল-মায়্যানিশিয়্য (মৃত: ৫৮১ হি.)-এর মতে, মুকাররার (পুনঃপুনঃ) হাদীসসহ *সহীহ মুসলিমে* হাদীস সংখ্যা আট হাজার।[২]

আধুনিককালের উস্তাদ মুহাম্মদ ফু'আদ আবদুল বাকীর গণনা অনুসারে মুকাররার ছাড়া হাদীসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন হাজার তেত্রিশটি। ড. খলীল মোল্লা খাতিরও অনুরূপভাবে হাদীস গণনা করে হাদীসের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন চার হাজার চারশত ষোলটি। প্রাচ্যবিদ ওয়ানসাক *সহীহ মুসলিমের* প্রত্যেকটি বাবের (অধ্যায়ের) হাদীস সংখ্যা বর্ণনা করে হাদীসের নির্ধারণ করেছেন পাঁচ হাজার সাতশত একত্রিশটি।[৩]

ইমাম আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃত: ৯১১ হি.) বলেন,

وَافَقَ مُسْلِمٌ الْبُخَارِيَّ عَلَىٰ تَخْرِيْجِ مَا فِيْهِ إِلَّا ثَمَانِمَائَةٍ وَعِشْرِيْنَ حَدِيْثًا.

> 'মুসলিম (রহ.) তার সহীহ গ্রন্থে হাদীস বর্ণনায় তিনশত বিশটি হাদীস ছাড়া বাকী হাদীসে ইমাম বুখারীর (রহ.) আল-জামে গ্রন্থে অনুরূপ হাদীসই উল্লেখ করেছেন। *আল-জামে বুখারীতে* মুকাররার ব্যতীত হাদীসের সংখ্যা চার হাজার।'[৪]

মুসলিমের হাদীসের বিশুদ্ধতা

সমগ্র উম্মত *সহীহ মুসলিমকে* বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে গ্রহন করেছেন। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, সহীহ গ্রন্থদ্বয়ের হাদীস নবী করীম (সা.)-এর হাদীস! আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইস্পাহানী (মৃত: ৪১৮ হি.) বলেন, অভিজ্ঞ মনীষীগণ একমত যে, সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবেশিত হাদীসসমূহ অকাট্যভাবে মহানবী (সা.)-এর হাদীস হিসেবেই প্রমাণিত। কোন কোন হাদীস সম্পর্কে মতপার্থক্য থাকলেও বর্ণনা পরম্পরায় এবং রাবীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটা হাদীসের মতনের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব বিস্তার করেনি।[৫]

---

[১] কাযী আয়াস, ***ইকমালুল মু'লিম বি-ফাওয়ায়িদি মুসলিম***, খ. ১, পৃ. ৩০

[২] কাযী আয়াস, ***ইকমালুল মু'লিম বি-ফাওয়ায়িদি মুসলিম***, খ. ১, পৃ. ৩০

[৩] ***মিফতাহু কুনূযিয সুন্নাহ***, পৃ. و, هـ তদেব

[৪] আন-নাওয়াওয়ী, ***তাদরীবুর রাওয়ী ফী শরহি তাকরীবিন নাওয়াওয়ী***, খ. ১, পৃ. ১০৪

[৫] আস-সাখাওয়ী, ***ফতহুল মুগীস বি-শরহি আলফিয়াতিল হাদীস লিল-ইরাকী***, খ. ১, পৃ. ৮০

ইমাম হাফিয ইবনুস সালাহ (মৃত: ৬৪৩ হি.) বলেন,

جَمِيْعُ مَا حَكَمَ مُسْلِمٌ بِصِحَّتِهِ فِيْ هَذَا الْكِتَابَ فَهُوَ مَقْطُوْعٌ بِصِحَّتِهِ وَالْعِلْمَ النَّظَرِيَّ حاصِلٌ بِصِحَّتِهِ فِيْ نَفْسِ الْأَمْرِ وَهَكَذَا مَا حَكَمَ الْبُخَارِيُّ بِصِحَّتِهِ فِيْ كِتَابِهِ وَذَلِكَ لأَنَّ الْأُمَّةَ تَلَقَّتْ ذَلِكَ بِالْقَبُوْلِ سِوَى مِنْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلاَفِهِ وَوِفَاقِهِ فِي الْإِجْمَاعِ.

'মুসলিম (রহ.) তাঁর এ কিতাবে যে সব হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন তা বিশুদ্ধ হিসেবে চূড়ান্ত ।। আর যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো বিশুদ্ধ। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (রহ.) তার কিতাবে যে হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে অবহিত করেন সে হাদীসও বিশুদ্ধ বলে চূড়ান্ত। কেননা উম্মত এটাকে বিশুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এমন কিছু ব্যক্তি বিরূপ মতামত এখানে অগ্রহণযোগ্য যাদের বিরোধিতায় বা ঐকমত্যে ইজমা এ ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলে না।'[১]

ইমাম ইবনুস সালাহ আরও বলেন, ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম যে যে হাদীসের ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করেছেন সেসব হাদীসই বিশুদ্ধ হওয়া চূড়ান্ত। আর তার দ্বারা প্রমাণভিত্তিক ইলমুল ইয়াকীন (নিশ্চিত জ্ঞান) অর্জিত হয়। তবে একটি মতের বিপরীত রয়েছে। তাদের দলীল হচ্ছে, মূলত হাদীস দ্বারা ধারণাপ্রসূত জ্ঞান অর্জিত হয়। আর সমগ্র উম্মতের এটাকে গ্রহণীয় -এর দৃষ্টিতে দেখার কারণ হচ্ছে, যন্নী ইলম (ধারণাকৃত জ্ঞান) দ্বারা তাদের ওপর আমল করা ওয়াজীব। আর কখনও কখনও যন্নী ভুলেরও পর্যবশিত হয়ে থাকে।[২]

ইমাম ইবনুস সালাহ এ ক্ষেত্রে বলেন, প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ ও সঠিক। কেননা, যারা ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত তাদের যন্নী বা ধারণাপ্রসূত সিদ্ধান্ত বলে পর্যবশিত হয় না। আর সমগ্র উম্মতের ইজমা (ঐক্যমত) ভুল থেকে মুক্ত। এ কারণেই ইজতিহাদের ওপর ভিত্তিশীল ইজমা একটি অকাট্য দলীল হিসেবে গৃহিত। এ ছাড়া আলিমগণের অধিকাংশ ইজমাও এরূপ।[৩]

---

[১] ইবনুস সালাহ, *মা'রিফাতু আনওয়ায়ি উলূমিল হাদীস = মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ*, পৃ. ৮৫

[২] (ক) ইবনুস সালাহ, *মা'রিফাতু আনওয়ায়ি উলূমিল হাদীস = মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ*, পৃ. ৪১–৪২; (খ) কাযী আয়াস, *ইকমালুল মু'লিম বি-ফাওয়ায়িদি মুসলিম*, খ. ১, পৃ. ৩৬; (গ) আন-নাওয়াওয়ী, *আল-মিনহাজ শরহু সহীহহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ*, খ. ১, পৃ. ১৪

[৩] আন-নাওয়াওয়ী, *আল-মিনহাজ শরহু সহীহহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ*, খ. ১, পৃ. ১৪

এ আলোচনা থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) অথবা ইমাম মুসলিম (রহ.) এককভাবে যে সব হাদীস তাদের নিজ নিজ সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন সেগুলোও চূড়ান্ত বিশুদ্ধ বলে বিবোচিত। কেননা, উম্মত তাদের গ্রন্থদ্বয়কে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। তবে স্বল্পসংখ্যক লোক সমালোচনা করেছেন, যেমন ইমাম দারাকুতনী প্রমুখ।[১]

মুসলিম শরীফ সম্পর্কে হাদীস মনীষীগণের অভিমত

১. ইমাম মুসলিম (রহ.) নিজেই তাঁর এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,

لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْـحَدِيْثِ يَكْتُبُوْنَ الْـحَدِيْثَ مِائَتَيْ سَنَةٍ، فَمَدَارُهُمْ عَلَى هَذَا الْـمُسْنَدِ.

'হাদীসবিদগণ যদিও দুইশত বছর ধরে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন, তবুও তাদের এই মুসনদ গ্রন্থটির ওপর নির্ভর করতে হবে।'[২]

২. আল্লামা ইবনে কসীর (রহ.) বলেন,

صَاحِبُ «الصَّحِيْحِ» الَّذِيْ هُوَ تِلْوَ «الصَّحِيْحِ» لِلْبُخَارِيِّ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ.

'ইমাম মুসলিম (রহ.) আস-সহীহ গ্রন্থের প্রণেতা, যেটি অধিকাংশ আলিমের মতে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর বর্ণিত গ্রন্থের পরবর্তী স্থানে অভিষিক্ত। আহলে মাগরিব এবং হাফিয আবু আলী নায়সাপূরী (রহ.)-এর মতে *সহীহ মুসলিম সহীহ আল-বুখারী*র ওপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।'[৩]

৩. আল্লামা আবু আলী (রহ.) বলেন,

مَا تَحْتَ أَدِيْمِ السَّماء أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمِ بْنِ الْـحَجَّاجِ فِيْ عِلْمِ الْـحَدِيْثِ.

'হাদীস শাস্ত্রের আকাশের নিচে মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজের

---

[১] কাযী আয়াস, ***ইকমালুল মু'লিম বি-ফাওয়ায়িদি মুসলিম***, খ. ১, পৃ. ২৬

[২] কাযী আয়াস, ***ইকমালুল মু'লিম বি-ফাওয়ায়িদি মুসলিম***, খ. ১, পৃ. ২৬

[৩] ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ২৮

কিতাব অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ আর কোন গ্রন্থ নেই।'[১]

৪. আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল আযিয আল-খাওলী বলেন,

صَحِيْحُ مُسْلِمٍ هُوَ ثَانِيُ الْكِتَابِ السِّتَّةِ وَأَحَدُ الصَّحِيْحَيْنِ الْمَشْهُوْرُ لَهُمَا يَعْلُو الرُّتْبَة.

'*সহীহ মুসলিম* বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে দ্বিতীয় এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দুটির মধ্যে একটি।'

মুসলিম শরীফের বৈশিষ্ট্য

ইমাম হাফিয যাহাবী (রহ.) বলেন,

وَهُوَ كِتَاب نَفِيْسٌ كَامِلٌ فِيْ مَعْنَاهُ، فَلَمَّا رَآهُ الْحَافِظُ أُعْجَبُوْا بِهِ، وَلَمْ يَسْمَعُوْهُ لِنُزُوْلِهِ، فَعَمَدُوْا إِلَىٰ أَحَادِيْثِ الْكِتَابِ، فَسَاقُوْهَا مِنْ مَرْوِيَّاتِهِمْ عَالِيَةً بِدَرْجَةٍ وَبِدَرَجَتَيْنِ، وَنَحْو ذَلِكَ، حَتَّىٰ أَتَوْا عَلَى الْجَمِيْعِ هَكَذَا، وَسَمَّوْهُ: «الْمُسْتَخْرَجُ عَلَىٰ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ». فَعَلَ ذَلِكَ عِدَّةٌ مِنْ فُرْسَانِ الْحَدِيْثِ.

'এটি অতিউত্তম গ্রন্থ, এটি বাব ও অর্থের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। যখন হাফিযগণ এ গ্রন্থ দেখতে পেয়েছিলেন তখন তারা এটি অত্যন্ত পছন্দ করেন। তাঁরা গ্রন্থটি নাযিল সনদের (যে সনদে রাবীর সংখ্যা বেশি) অযুহাতে গ্রন্থটি শ্রবণ করেননি। অতঃপর তারা এ কিতাবের হাদীসগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং তাঁদের নিজের এক স্তর, দুই স্তর বা অনুরূপ উর্ধ্ব স্তরের রাবীর মাধ্যমে এ হাদীসগুলো তাদের গ্রন্থমালায় সন্নিবেশ করেন। তাঁরা সকল ক্ষেত্রেই এ নীতি অনুসরণ করে কিতাব প্রণয়ন করেন এবং তার নাম প্রণয়ন করেন *আল-মুসতাখরাজ*[২] *আলা সহীহ মুসলিম*।'

১. হাদীসের ইসনাদ উল্লেখের সময় ইমাম মুসলিম (রহ.) যে সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ, সতর্কতা, বিশ্বস্ততা, পরহেযগারীর পরিচয় দিয়েছেন তার নযির

---

[১] ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ৫৮, পৃ. ৯২

[২] মুস্তাখরাজজ এমন হাদীসগ্রন্থকে বলা হয় যা অপর কোন হাদীসগ্রন্থ যেমন– বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসসমূহ সনদ ছাড়া ওই গ্রন্থাকার নিজস্ব সনদে আলী বা পূর্ববর্তী গ্রন্থকারের শায়খ থেকে ওইসব হাদীস বা অর্থগত মিল আছে এমন হাদীস বর্ণনা করেন।

বিরল। তিনি حَدَّثَنِيْ, حَدَّثَنَا, أَخْبَرَنَا ও أَخْبَرَنِيْ-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে সনদের উল্লেখ করেছেন। তিনি শায়খের যবানীতে শায়খের শব্দে হাদীস শ্রবণ করে থাকলে حَدَّثَنِيْ শব্দ ব্যবহার করেছেন। শায়খের নিকট শিষ্য হাদীস পাঠ করে শুনানো হলে أَخْبَرَنَا শব্দ ব্যবহার করেছেন।[১] আবার তিনি একাই শায়খের শব্দে হাদীস শ্রবণ করার ক্ষেত্রে حَدَّثَنِيْ এবং অন্যান্য সাথীসহ শ্রবণ করলে حَدَّثَنَا ব্যবহার করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি একাই যে হাদীস শায়খকে শুনিয়েছেন সে ক্ষেত্রে أَخْبَرَنِيْ এবং যে ক্ষেত্রে অন্যান্যদের সম্মুখে শায়খকে হাদীস পাঠ করে শুনানো হয়েছে সে অবস্থায় أَخْبَرَنَا ব্যবহার করেছেন।

২. *সহীহ মুসলিমে* হাদীস সংযোজন ও সজ্জায়ন পদ্ধতি অতি চমৎকার, বিস্ময়কর ও অনিবর্চনীয় সুন্দর। তিনি গ্রন্থটিকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভাজন করেছেন, কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মত তিনি সেগুলোর শিরোনাম নির্ধারণ করেন নি। বরং এগুলো তিনি পাঠকের ব্যক্তিগত উপলব্ধির ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ নিজ যোগ্যতা, উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার আলোকে বাবগুলোর শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন। ইমাম নাওয়াওয়ী (রহ.)-এর স্থিরকৃত শিরোনামই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

৩. ইমাম মুসলিম (রহ.) একাধিক শায়খের নিকট থেকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সবগুলো সনদ একত্রিত করে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তার শায়খ থেকে রাবীগণের নসব যেভাবে শুনেছেন হবহু সেভাবেই বর্ণনা করেছেন।[২]

৪. ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহীহগ্রন্থটি ফিকহশাস্ত্রের তারতীব অনুসারে সাজিয়েছেন। এ কারণেই গ্রন্থটিকে সুনান বলে অভিহিত করা হয়। এতে তাফসীর অধ্যায়টি স্বল্পপরিসরে স্থান লাভ করার কারণে এটিকে জামে বলা হয় না।[৩]

---

[১] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১২, পৃ. ৫৬৮

[২] (ক) সিদ্দীক হাসান খান, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহ আস-সিত্তাহ*, পৃ. ২০০; (খ) আবদুল আযীয আল-খাওলী, *মিফতাহুস সুন্নাহ = তারীখু ফুনূনিল হাদীস*, পৃ. ৪৭; (গ) ড. আকরম যিয়া ওমরী, *বুহূসুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফা*, পৃ. ২৪৭; (ঘ) আন-নাওয়াওয়ী, *তাদরীবুর রাওয়ী ফী শরহি তাকরীবিন নাওয়াওয়ী*, খ. ৩, পৃ. ৯৯

[৩] ড. মুহাম্মদ আস-সাব্বাগ, *আল-হাদীসুন নাবাওয়ী: মুস্তালিহাতুহু, বালাগাতুহু, কুতুবুহু*, পৃ. ৩৭৭

৫. ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর এ গ্রন্থে বিভিন্ন অধ্যায়ে হাদীস সংক্ষিপ্ত না করে পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১]

৬. ইমাম মুসলিম (রহ.) একই হাদীস বিভিন্ন ইসনাদের মাধ্যমে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে নতুন নতুন ইসনাদ বর্ণনা করতে গিয়ে হা (ح) অক্ষর দ্বারা তাহবীল (تَحْوِيْلٌ) সনদের প্রতি ইঙ্গি করেছেন।

৭. এ গ্রন্থে ثُلَاثِيَاتٌ হাদীস নেই। বরং এ আস-সহীহের সর্বোত্তম হাদীস হলো رُبَاعِيَّاتٌ-এর সংখ্যা আশিটির উর্ধ্বে।

৮. ইমাম মুসলিম (রহ.) তার সহীহের শুরুতে একটি সুবিস্তৃত মুকাদ্দামা (ভূমিকা) লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে তিনি এ গ্রন্থ প্রণয়নের কারণ, হাদীস শাস্ত্রের উসূল (মূলনীতি), এ গ্রন্থ সংকলনে তার শর্ত ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন।

৯. ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে সকল হাদীসকেই হাদীসের নিজস্ব শব্দে (رِوَايَةٌ بِاللَّفْظِ) বর্ণনা করেছেন। তিনি কোন হাদীস অর্থগতভাবে (رِوَايَةٌ بِالْمَعْنَى) বর্ণনা করেননি।

১০. তিনি পূর্ণ হাদীস একই সাথে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের অংশ বিশেষ বর্ণনা করেন নি। একই হাদীস বিভিন্ন বাবে উল্লেখ করেননি। বরং একই হাদীস একাধিক সনদে একই স্থানে একত্রিত করেছেন।

মুসলিম শরীফের শরহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ

*সহীহ মুসলিমে*র গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বিভিন্ন যুগের মুহাদ্দিস ও হাদীস বিশ্লেষণকারী ব্যাখ্যা, টিকা-টিপ্পনী, সংক্ষিপ্তকরণসহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হাজী খলীফা তাঁর *কাশফুয যুনূন* গ্রন্থে *সহীহ মুসলিমে*র ১৫টি ব্যাখ্যা গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। শায়খ ফুয়াদ সিজগীন *সহীহ মুসলিমে*র ২৪টি শরহ গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কিছু শরহ গ্রন্থের পরিচিতি উল্লেখ করা হলো:

১. আল-মু'আল্লিম বি-ফাওয়াইদি মুসলিম (اَلْمُعْلِمُ بِفَوَائِدِ مُسْلِمٍ)

এটি আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবূ তামিম আল-মাযারী (৫৩৬ হি. = ১১৪১ খ্রি.) রচনা করেন। এ শরহ

[১] খলীল ইবনে ইবরাহীম মোল্লা খাতির, *মাকানাতুস সাহীহাইন*, পৃ. ৯১

গ্রন্থটির হস্তলিপি প্যারিসের মাকতাবাতুল-কারবীন, ইস্তাম্বুলের আস-সুলাইমানিয়া, কুবরুল, আহমদ আস-সালিশ গ্রন্থাগারে কায়রোয় আয-আযহার এবং দারুল কুতুবুল মিসবিয়া গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

ইমাম মাযিরী (রহ.)-এর নিকট ৪৯৯ হিজরী সালের রমজান মাসে তাঁর শিক্ষকগণ *সহীহ মুসলিম* পাঠ করেন। তিনি এ অধ্যাপনা কালে তাঁর ছাত্রগণের নিকট কঠিন কঠিন হাদীসের বিশ্লেষণ করেন। তাঁর ছাত্রগণ এসবকিছু লিপিবদ্ধ করে রাখেন এবং পাঠ সমাপ্তির পর তার নিকট পেশ করেন। তিনি এগুলো দেখে দেন। পরবর্তীতে এ গ্রন্থটি মৌলিক শরহ গ্রন্থ হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।

২. **ইকমালুল মু'আল্লিম বি-ফাওয়াইদি মুসলিম** (إِكْمَالُ الْمُعْلِمِ بِفَوَائِدِ مُسْلِمٍ)

এ গ্রন্থটি বিশ্বখ্যাত *আশ*-শিফা রচয়িতা আল্লামা কাযী আয়ায (মৃত: ৫৪৪ হি. = ১১৪৯ খ্রি.) রচনা করেন। তিনি তাঁর এ গ্রন্থের মাধ্যমে ইমাম মাযিরী (রহ.)-রচিত اَلْعِلْمُ গ্রন্থটিকে পূর্ণতা দান করেছেন।[১]

৩. **আল-মুফহাম লাম্মা আসকাল মিন তালখিসি কিতাবি মুসলম** (اَلْمُفْهَمُ لِمَا أَشْكَلَ مِنْ كِتَابِ تَلْخِيْصِ مُسْلِمٍ)

এটি ইমাম আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ওমর ইবনে ইবরাহীম আল-কুরতুবী (মৃত: ৬৫৬ হি. = ১২৫৮ খ্রি.)-এর রচিত। ইমাম কুরতুবী (রহ.) *সহীহ মুসলিম* গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করে তারই একব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে হাদীসের কঠিন অংশ ব্যাখ্যা করেছেন, ইরাবের সূক্ষ্ম দিকের বর্ণনা দিয়েছেন এবং হাদীস থেকে দলীল গ্রহণের দিকগুলো বর্ণনা করেছেন।

৪. **আল-মুফহাম ফী শরহি গরীবি মুসলম** (اَلْمُفْهَمُ فِيْ شَرْحِ غَرِيْبِ مُسْلِمٍ)

এ শরহ গ্রন্থটি আল্লামা আবদুল গাফির ইবনে ইসমাইল আল-ফারেসী (মৃত: ৫২৯ হি.) রচনা করেন। এতে *সহীহ মুসলিমের* গরীব হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন।

৫. ইমাম হাফিয ইবনে আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ নাওয়াওয়ী শাফিয়ী (মৃত: ৬৭৬ হি. = ১২৭৭ হি.) *সহীহ মুসলিমের* একটি উল্লেখযোগ্য শরহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এটির নাম مِنْهَاجُ الْمُحَدِّثِيْنِ وَسَبِيْلُ الْمُحَقِّقِيْنَ অথবা اَلْمِنْهَاجُ شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ।

---

[১] হাজী খলীফা, ***কশফুয যুনূন আন আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন***, খ. ১, পৃ. ৫৫৭–৫৫৯

এটি লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, মিসর, বয়রুতসহ প্রভৃতি দেশ থেকে মুদ্রিত হয়েছে।

৬. আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-আনসারী (মৃত: ৬৪৬ হি. = ১২৪৮ খ্রি.)। المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم তার এ শরহ গ্রন্থের নাম। কায়রোর তালআ গ্রন্থাগারে এ গ্রন্থের কপি সংরক্ষিত আছে।[১]

৭. **ইকমালুল ইকমাল (إِكْمَالُ الْإِكْمَالِ)**

এটি আল্লামা আবুল ফারয ঈসা ইবনে মাসউদ আয-যাউয়াবী (মৃত: ৭৪৩ হি.) প্রণয়ন করেন। এটি একটি বৃহৎ শরহ গ্রন্থ। এটি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত এবং এতে পূর্ববর্তী কয়েকটি শরহ গ্রন্থের সমন্বয় সাধিত হয়েছে।[২]

৮. **শরহু যাওয়ায়িদি মুসলিম আলাল বুখারী (شَرْحُ زَوَائِدِ مُسْلِمٍ عَلَى الْبُخَارِيِّ)**

এটি শরহগ্রন্থ আল্লামা সিরাজুদ্দীন ওমর ইবনে আলী ইবনে আল-মুলাক্কান আশ-শাফিয়ী (মৃত: ৮০৪ হি.) রচনা করেন। এতে তিনি *সহীহ মুসলিমের* এমন হাদীসের ব্যাখ্যা করেন যেগুলো ইমাম মুসলিম (রহ.) এককভাবে তাঁর সহীহ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। *সহীহ আল-বুখারীতে* এ সকল হাদীস স্থান লাভ করেনি।[৩]

৯. **আল-ইবতিহাজ (اَلْإِبْتِهَاجُ)**

আল্লামা শায়খ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-খতীত আল-কুসতলানী আশ-শাফিয়ী (মৃত: ৯২৩ হি.) এ শরহ গ্রন্থটি সংকলন করেন। এতে *সহীহ মুসলিমের* অর্ধেকাংশের শরহ করা হয়েছে। এটি আটটি বৃহৎ খণ্ডে রচিত।[৪]

১০. শায়খ আলী আল-কালী আল-হারবী (মৃত: ১০১৬ হি.) এ শরহ গ্রন্থটি সংকলন করেন। এটি ৪ খণ্ডে সমাপ্ত হয়।[৫]

---

[১] ড. ফুআদ সিযগীন, *তারিখুত তুরাস আল-আরাবী*, খ. ১, পৃ. ২৬৯

[২] আবদুল আযীয আল-খাওলী, *মিফতাহুস সুন্নাহ = তারীখু ফুনূনিল হাদীস*, পৃ. ৪৭

[৩] হাজী খলীফা, *কশফুয যুনূন আন আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন*, খ. ১, পৃ. ৫৫৮

[৪] আবদুল আযীয আল-খাওলী, *মিফতাহুস সুন্নাহ = তারীখু ফুনূনিল হাদীস*, পৃ. ৪৮

[৫] (ক) হাজী খলীফা, *কশফুয যুনূন আন আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন*, খ. ১, পৃ. ৫৫৮–৫৫৯; (খ) ড. ফুআদ সিযগীন, *তারিখুত তুরাস আল-আরাবী*, খ. ৩, পৃ. ১৮৩

১১. আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইউসুফ আফিন্দী যাদাহ (মৃত: ১১৬৭ হি. = ১৭৫৩ খ্রি.) *সহীহ মুসলিমের* একটি শরহ গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটির নাম: عِنَايَةُ الْـمَلِكِ فِيْ شَرْحِ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ অথবা عِنَايَةُ الْـمَلِكِ الْـمُنْعِمِ فِيْ شَرْحِ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ। ইস্তাম্বুলের মাকতাবাতু নূর ওসমানিয়ায় এ গ্রন্থটির কপি সংরক্ষিত আছে। এ ছাড়া স্বয়ং গ্রন্থকারের নিজ হস্তে লিখিত একটি কপি আল-মাকতাবাতুল হামদিয়ায় সংরক্ষিত আছে।[১]

১২. ইমাম ইবনুস সালাহ (রহ.) তাঁর প্রণিত গ্রন্থটির নাম: صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط।

এ গ্রন্থটি ইস্তাম্বুলের আয়া সূফিয়া গ্রন্থগারে সংরক্ষিত আছে।[২]

১৩. **ফতহুল মুলহিম** (فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم)

এ শরহ গ্রন্থটি আল্লামা শাব্বির আহমদ ওসমানী (রহ.) কর্তৃক রচিত। এটি ৩ খণ্ডে كتاب الرضاع পর্যন্ত মুদ্রিত শরহটির সমাপ্তের পূর্বে রচিত হয়েছে। এটি *সহীহ মুসলিমের* একটি উল্লেখ্যযোগ্য শরহ গ্রন্থ। মূলত এ গ্রন্থটি ৫ খণ্ডে সমাপ্ত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর আল্লামা তকী উসমানী ৬ খণ্ডে এর تكملة فتح الملهم লিখেছেন। এটি পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়।

মুসলিম শরীফের সংক্ষিপ্ত সংকলন

সহীহ মুসলিমের সংক্ষিপ্ত সংকলনগুলো নিম্নরূপ:

১. ইমাম আহমদ ইবনে ওমর আল-আনসারী আল-কুরতুবী (মৃত: ৬৫৬ হি. = ১২৫৮ খ্রি.)-এর তালখীসু কিতাবি মুসলিম (تَلْخِيْصُ كِتَابِ مُسْلِمٍ)। তিনি নিজে এর শরহ গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

২. ইমাম আবু মুহাম্মদ আবদুল আযিম আল-মুনযিরী (মৃত: ৬৫৬ হি. = ১২৫৮ খ্রি.)-এর আল-মুখতাসার (*আল-জামিউল মু'আল্লিম বিমাকাসিদু জামিউল মুসলিম*) নামে একটি সংক্ষিপ্ত শরহ গ্রন্থ রচনা করেন।

৩. আল্লামা সিরাজুদ্দীন ওমর ইবনে আলী ইবনে মুলাক্কান আশ-শাফিয়ী (মৃত: ৮০৪ হি.)-এর مُخْتَصَرُ زَوَائِدِ مُسْلِمٍ عَلَى الْبُخَارِيِّ। এটি ৪ খণ্ড সমাপ্ত।

---

[১] ড. ফুআদ সিযগীন, *তারিখুত তুরাস আল-আরাবী*, খ. ১, পৃ. ২৭০ ও খ. ৩, পৃ. ১৮৩

[২] ড. ফুআদ সিযগীন, *তারিখুত তুরাস আল-আরাবী*, খ. ১, পৃ. ২৬৬

৪. আল্লামা আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আল-ইস্পাহানী (মৃত: ২৭৭ হি.)-এর كِتَابٌ فِيْ أَسْمَاءِ رِجَالِ مُسْلِمٍ ।

৫. শায়খ মুহাম্মদ মুসতফা আম্মার মুখতাসারু ইমাম মুসলিম (مُخْتَصَرُ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটি কায়রো থেকে প্রাকাশিত।[১]

উপসংহার

ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীস জগতের এক উজ্জর নক্ষত্র। জ্ঞানের এক আলোক দীপ্ত পরিবেশে তিনি লালিত-পালিত হন। অল্প বয়সেই হাদীস অন্বেষণ শুরু করেন, পরিণত বয়সেও হাদীস সংগ্রহ থেকে বিরত হন নি। তিনি ছিলেন সত্যনুরাগী এবং ন্যায়ের ক্ষেত্রে বজ্র কঠোর। লক্ষ লক্ষ হাদীস বাছাই করে তিনি সৃষ্টি করেছেন এক অনবদ্য ও বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ *সহীহ মুসলিম*। এটিই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। কিন্তু এর পাশাপাশি তাঁর রয়েছে আরও অনেক গ্রন্থ। তাঁর জীবন ইতিহাস আমাদের প্রেরণার উৎস এবং তাঁর কালজয়ী গ্রন্থাবলি মুসলিম জাতির দিশারী ও পথপ্রদর্শক।

---

[১] (ক) হাজী খলীফা, ***কশফুয যুনূন আন আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন***, খ. ১, পৃ. ৫৫৭–৫৫৮; (খ) ড. ফুআদ সিযগীন, ***তারিখুত তুরাস আল-আরাবী***,, খ. ১, পৃ. ১৭১–১৭২; (গ) আবদুল আযীয আল-খাওলী, ***মিফতাহুস সুন্নাহ = তারীখু ফুনূনিল হাদীস***, পৃ. ৪৮

গ্রন্থপঞ্জি

॥আ ॥

১. *আল-কুরআন আল-করীম*

২. শাহ ‘আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী: সিরাজুল হিন্দ, শাহ ‘আবদুল আযীয ইবনু আহমদ ওয়ালী উল্লাহ ইবনি ‘আবদির রহমান আল-‘ওমরী আল-ফারূকী মুহাদ্দিসে দেহলবী (১১৫৯–১২৩৯ হি. = ১৭৪৬–১৮২৪ খ্রি.), ***বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন ফী বয়ানি কুতুবিল হাদীস ওয়া আসহাবিহাল গারামীন***

৩. মোল্লা আলী আল-কারী: নুরুদ্দীন, মোল্লা, আলী ইবনে (সুলতান) মুহাম্মদ আল-হারওয়ী আল-কারী (০০০–১০১৪ হি. = ০০০–১৬০৬ খ্রি.), ***মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ***, দারুল ফিকর, দামিস্ক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

॥ই ॥

৪. ইবনে আসাকির : তকীউদ্দীন, আবুল কাসিম, আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আসাকির আদ-দামিশকী (৪৯৯–৫৭১ হি. = ১১০৫–১১৮৬ খ্রি.), ***তারীখু মদীনাতি দামিশক ওয়া যিক্‌রু ফযলিহা ওয়া তাসমিয়াতি মিন হল্লিহা মিনাল আমাসিল আওয়িজতাযু বনূহায়হা মিন ওয়ারিদিয়হা ওয়া আহলিহা***, দারুল ফিকর, দামিস্ক, সিরিয়া (১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

৫. ইবনুল আসীর : ইয্‌যুদ্দীন, আবুল হাসান, আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম ইবনে আবদুল ওয়াহিদ

ইবনুল আসীর আল-জাযারী আশ-শায়বানী (৫৫৫–৬৩০ হি. = ১১৬০–১২৩৩ খ্রি.), ***আল-লুবাব ফী তাহযীবিল আনসাব***, দারু সাদিও, বয়রুত, লেবনান

৬. ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী : আবুল ফালাহ, আবদুল হাই ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনিল ইমাদ আল-আকরী আল-হাম্বলী (১০৩২–১০৮৯ হি. = ১৬২৩–১৬৭৯ খ্রি.), ***শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব***, মতবাউ দারি ইবনি কসীর, দামিশক, সিরিয়া ও বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৭. ইবনে কসীর : আবুল ফিদা, ইমাদুদ্দীন, ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১–৭৭৪ হি. = ১৩০২–১৩৭৩ খ্রি.):

(ক) ***আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া***, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

(খ) ***জামিউল মাসানীদ ওয়াস সুনান আল-হাদী লি-আকওয়ামি সুনান***

৮. ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া: মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব ইবনে সা'দ আল-জওযিয়া (৬৯১–৭৫১ হি. = ১২৯২–১৩৫০ খ্রি.), ***ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন আন-রব্বিল আলামীন***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)

৯. ইবনে খল্লিকান : আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবু বকর ইবনে খল্লিকান আল-বারমাকী আল-ইরবিলী (৬০৮–৬৮১ হি. = ১২১১–১২৮২ খ্রি.), ***ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান***, দারু সাদির, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯০ হি. = ১৯৭১ খ্রি.)

১০. ইবনুল জওযী : আবুল ফরজ, জামাল উদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জওযী

(৫০৮–৫৭৯ হি. = ১১১৬–১২০১ খ্রি.), ***আল-মুনতাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

১১. ইবনুস সালাহ : তকী উদ্দীন, আবু আমর, উসমান ইবনে আবদুর রহমান আশ-শাহরাযুরী (৫৫৭–৬৪৩ হি. = ১১৬১–১২৪৫ খ্রি.), ***মা'রিফাতু আনওয়ায়ি উলূমিল হাদীস = মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০২ খ্রি.)

১২. ইবনে মাকূলা : সা'দুল মালিক, আবু নসর, আলী ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে মাকূলা (৪২১–৪৭৫ হি. = ১০৩০–১০৮২ খ্রি.), ***আল-ইকমাল ফী রফয়িল ইরতিয়াব আনিল মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ ফিল আসমা ওয়াল কুনা ওয়াল আনসাব***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

১৩. ইবনে হাজর আল-আসকলানী : আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩–৮২৫ হি. = ১৩৭৪–১৪৪৯ খ্রি.), ***হাদউস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-বুখারী***, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. = ১৯৫৯ খ্রি.)

১৪. ইয়াকুত আল-হামাওয়ী : আবু আবদুল্লাহ, শিহাবুদ্দীন, ইয়াকূত ইবনে আবদুল্লাহ আর-রূমী আল-হামাওয়ী (৫৭৪–৬২৬ হি. = ১১৭৮–১২২৯ খ্রি.), ***মু'জামুল বুলদান***, দারু সাদির, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

১৫. আল-ইয়াফিয়ী : আফীফুদ্দীন, আবুল্লাহ ইবনে আস'আদ ইবনে আলী আল-য়াফী (৬৯৮–৭৬৮ হি. = ১২৯৮–১৩৬৭ খ্রি.), ***মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল য়াকযান ফী মা'রিফাতি মা য়ু'তাবারু মিন হাওয়াদিসিয যামান***, দারুল কুতুব আল-

ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

॥ক॥

১৬. আল-কাশ্মীরী : মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ ইবনু মুআয্যম শাহ আল-কাশ্মীরী (১২৯২–১৮৭৫ হি. = ১৩৫৩–১৯৩৪ খ্রি.), ***ফয়যুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪২৬ হি. = ২০০৫ খ্রি.)

১৭. আল-কিরমানী : শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী ইবনে সায়ীদ আল-কিরমানী (৭১৭–৭৮৬ হি. = ১৩১৭–১৩৮৪ খ্রি), ***আল-কাওয়াকিবুদ দারারী শরহুল বুখারী***, দারু ইশাআতিত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০১ হি. = ১৯৮১ খ্রি.)

॥খ॥

১৮. আল-খতীবুল বগদাদী : আল-খতীবুল বগদাদী, আবু বকর, আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল-বগদাদী (৩৯২–৪৬৩ হি. = ১০০২–১০৭২ খ্রি.), ***তারীখু মদীনাতিস সালাম ওয়া আখবারু মুহাদ্দিসীহা ওয়া যিকরু কুত্তানিহাল উলামা মিন গায়রি আহলিহা ওয়া আরদীহা = তারীখু বগদাদ***, দারুল গারব আল-ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

॥ন॥

১৯. আন-নাওয়াওয়ী : আবু যাকারিয়া, মুহউদ্দীন, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুর্‌রী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিযাম ইবনুল হিযামী আল-হাওরানী আশ-শাফিয়ী (৬৩১–৬৭৬ হি. = ১২৩৪–১২৭৮ খ্রি.):

(ক) ***তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান

(খ) ***আল-মিনহাজ শরহু সহীহহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ***, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস

আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯২ হি. = ১৯৭২ খ্রি.)

॥ফ॥

২০. ড. ফুআদ সিযগীন : প্রফেসর ড. ফুআদ সিযগীন (১৩৪২–০০০ হি. = ১৯২৪–০০০ খ্রি.), ***তারিখুত তুরাস আল-আরাবী***, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

॥ম॥

২১. মুসলিম : আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪–২৬১ হি. = ৮২০–৮৭৫ খ্রি.), ***আল-মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বি-নাকলিল আদলি আনিল আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম = আস-সহীহ***, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান

২২. মুহাম্মদ ‘আবদুল ‘আযীয আল-খাওলী : মুহাম্মদ ‘আবদুল ‘আযীয ইবনু ‘আলী আশ-শাযিলী আল-খাওলী (১৩১০–১৩৪৯ হি. = ১৮৯২–১৯৩১ খ্রি.), ***মিফতাহুস সুন্নাহ = তারীখু ফুনূনিল হাদীস***

২৩. আল-মিয্যী : আবুল হাজ্জাজ, জামালুদ্দীন, ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনুয যকী আবু মুহাম্মদ আল-কাযাযী আল-কলবী আল-মিয্যী (৬৫৪–৭৪২ হি. = ১২৫৬–১৩৪১ খ্রি.), ***তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল***, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০০ হি. = ১৯৮০ খ্রি.)

॥য॥

২৪. আয-যাহাবী : শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দামিশকী (৬৭৩–৭৪৮ হি. = ১২৭৫–১৩৪৭ খ্রি.), ***তাযকিরাতুল হুফ্ফায = তাবকাতুল হুফ্ফায***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত,

লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

২৫. আয-যাহাবী : শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দামিশকী (৬৭৩–৭৪৮ হি. = ১২৭৫–১৩৪৭ খ্রি.), ***সিয়ারু আলামিন নুবালা***, মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

॥স॥

২৬. সিদ্দীক হাসান খান : আবুল তাইয়িব, খান বাহাদুর, নবাব, মুহাম্মদ সিদ্দীক ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে লুতফুল্লাহ আল-হুসায়নী আল-বুখারী আল-কিন্নুজী (১২৪৮–১৩০৭ হি. = ১৮৩২–১৮৯০ খ্রি.), ***আল-হিত্তা ফী যিকরিস সিহাহ আস-সিত্তা***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪০৫ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

২৭. আস-সানআনী : আমীর, আবু ইবরাহীম, ইয্‌যুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে সালাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-হাসানী আল-কাহলানী আস-সানআনী (১২৬–২১১ হি. = ৭৪৪–৮২৭ খ্রি.), ***সুবুলুল সালাম***, দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর

২৮. আস-সামআনী : আবু সা'দ, আবদুল করীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মানসূর আস-সামআনী আল-মারূযী (৫০৬–৫৬২ হি. = ১১১৩–১১৬৭ খ্রি.), ***আল-আনসাব***, দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-ওসমানিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৩৮২ হি. = ১৯৬২ খ্রি.)

২৯. আস-সুবকী : তাজুদ্দীন, আবদুল ওয়াহহাব ইবনে তকীউদ্দীন আস-সুবকী (৭২৭–৭৭১ হি. = ১৩২৭–১৩৭০ খ্রি.), ***তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা***, দারু হিজরা, কায়রো, মিসর (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১৩ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)